

যিলহজ্ব মাসের ফযীলত এবং আকীকা ও কুরবানীর মাসআলা

সম্পাদনা :
মুফতী আবুল হাসান শামসাবাদী (হাফি.)
মুহতামিম, মারকাযুদ দুরুস আল ইসলামিয়া

পরিকল্পনা ও পৃষ্ঠপোষক :
মুফতী আবু মুসআব নাবীল (হাফি.)
উস্তাযুল ইফতা, মারকাযুদ দুরুস আল ইসলামিয়া

তত্ত্বাবধান, ব্যবস্থাপনা ও অলংকরণ :
মুফতী সাঈদ আল হাসান (হাফি.)
নায়িব ও নাযিম, মারকাযুদ দুরুস আল ইসলামিয়া

গবেষণা ও সংকলনে (তালিবে ইলমবৃন্দ) : মাওলানা অলি উল্লাহ, তাওহিদ মুন্সী, মাহমুদ হাসান, হাফেজ রহমতউল্লাহ, আব্দুল্লাহ আনাছ, আল আমিন ফায়েজী, মাসউদুর রহমান, আতিকুল্লাহ, ইকবাল মিসবাহ শ্রীমঙ্গলী, মোঃ ইয়াকুব আলী, মো. নাঈমুল ইসলাম, মোঃ আল আমিন, মোঃ ওসমান কুতুবী এবং মোঃ মিনহাজ উদ্দিন।

প্রকাশনায় :
তাখাস্সুস ফিল ইফতা বিভাগ, **মারকাযুদ দুরুস আল ইসলামিয়া**
মানিকনগর, থানা: মুগদা, ঢাকা-১২০৩, বাংলাদেশ।
ওয়াট্সআপ : 01301-401036, ইমেইল : info@durus.us, ওয়েবসাইট : Durusbd.com
ফেসবুক পেজ : FB.com/Markazud.Durus, ইউটিউব চ্যানেল : @Durusbd

© কপিরাইট (সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত) : এই রিসালাহর যাবতীয় স্বত্ব সম্পূর্ণভাবে 'মারকাযুদ দুরুস আল ইসলামিয়া'-এর সংরক্ষিত। তবে দ্বীনি স্বার্থে ব্যক্তিগত মুতালাআ এবং প্রচার-প্রসারে কোনো বাধা নেই।

ভূমিকা, গবেষণা পদ্ধতি ও নীতিমালা

রিসালাহ রচনার উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট:

আলহামদুলিল্লাহ, যিলহজ্ব মাস উপলক্ষে মারকাযুদ দুরুসের পক্ষ থেকে যিলহজ্ব মাসের আমল, আকীকা ও কুরবানী কেন্দ্রিক এই গবেষণামূলক রিসালাহ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইফতার তালিবে ইলম ভাইদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং আসাতিযায়ে কিরামের তত্ত্বাবধানে রচিত এই রিসালাহর মূল উদ্দেশ্য হলো- সাধারণ মুসলমান এবং তালিবে ইলমদের সামনে কুরবানী ও আকীকার প্রয়োজনীয় মাসায়েলগুলো সহজ, সাবলীল ও নির্ভরযোগ্য দলীলের ভিত্তিতে উপস্থাপন করা।

এই গবেষণা কার্যক্রমে যে সকল নীতিমালার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে -

১. এই রিসালাহর কোনো লেখাই ইন্টারনেট থেকে হুবহু কপি-পেস্ট করা হয়নি; বরং তালিবে ইলমদের নিজস্ব মুতালাআ, সময় ও শ্রমের মাধ্যমে তা প্রস্তুত করা হয়েছে।

২. প্রত্যেক আলোচনায় নির্ভরযোগ্য ফতোয়ার কিতাব (যেমন: ফতোয়ায়ে শামী, ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া ইত্যাদি)-এর খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বরসহ হাওয়ালা উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. আরবি ইবারতগুলো হরকতসহ উল্লেখ করে এর সাথে সাবলীল বাংলা অনুবাদ যুক্ত করা হয়েছে।

৪. সম্পাদনা বোর্ডের চূড়ান্ত অনুমোদন ও নিরীক্ষণের পরই প্রতিটি মাসআলা এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে।

রিসালাহর পরিধি ও সীমাবদ্ধতা-

এটি মূলত ফিক্‌হে হানাফী ভিত্তিক একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন। বিস্তারিত ইখতিলাফী তাহকীক এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য নয়। তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অন্যান্য মাযহাবের তুলনামূলক আলোচনা এবং সাহাবা, তাবেঈন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের আসার (আদর্শ) উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মূল উৎস, হুকুম এবং মুহাদ্দিসীনের মন্তব্য যথাসম্ভব উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই রিসালায় সংক্ষেপে যা যা সন্নিবেশিত করা হয়েছে -

প্রথম অধ্যায়: জিলহজ মাসের ফযীলত, তাশরিক ও ঈদের আমল

দ্বিতীয় অধ্যায়: তাকবীরে তাশরিকের বিস্তারিত আহকাম

তৃতীয় অধ্যায়: কুরবানীর বিস্তারিত আহকাম

পরিচ্ছেদ ১: কুরবানীর ইতিহাস, হুকুম ও ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ

পরিচ্ছেদ ২: কুরবানীর সময়, পশু নির্বাচন ও আধুনিক মাসায়িল (টাইমজোন, ফার্মের পশু)

পরিচ্ছেদ ৩: শরীকে কুরবানী, অর্থায়ন ও ওকালত (প্রতিনিধিত্ব)

পরিচ্ছেদ ৪: পশু জবেহের শরয়ী পদ্ধতি ও পারিশ্রমিকের বিধান

পরিচ্ছেদ ৫: কুরবানীর গোশত, চামড়ার ব্যবহার এবং বিশেষ কুরবানী (মান্নত ও মৃতের পক্ষ থেকে)

চতুর্থ অধ্যায়: আকীকা, তাহনীক ও আনুষঙ্গিক সুন্নাত

পরিশিষ্ট: প্রয়োজনীয় দোয়া, একনজরে মাসায়িল (ছক) ও গ্রন্থপঞ্জি

কোথাও অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবগত করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই ক্ষুদ্র ইলমী মেহনতকে কবুল করুন এবং উম্মাহর জন্য উপকারী বানান। আমীন।

বিনীত, মুফতী সাঈদ আল হাসান

নাযিমে মারকাযুদ দুরুস আল ইসলামিয়া।

সূচীপত্র-

প্রথম অধ্যায় : যিলহজ্ব মাসের ফযীলত, তাশরীক ও ঈদের আমল ৫
১. যিলহজ্ব মাসের পরিচয় ও ফযীলত.....৫
২. যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশকের গুরুত্ব.....৫
৩. প্রথম দশকের বিশেষ আমলসমূহ (জিকির, রোজা, দান-সদকা).....৬
৪. ঈদুল আজহার নামাজ : হুকুম ও দলীল.....৭
৫. নামাজ পড়ার ব্যবহারিক পদ্ধতি ও অতিরিক্ত তাকবীর.....৮
৬. জামাত এবং নামাজ ছুটে গেলে করণীয়.....৮
৭. ঈদের রজনী ও দিন-রাতের ইবাদতের ফযীলত.....৯
৮. ঈদের দিনের সুন্নাত ও মুস্তাহাব আমলসমূহ.....১০
দ্বিতীয় অধ্যায় : তাকবীরে তাশরীক.....১১
১. পরিচয় ও তাকবীরে তাশরীকের শব্দাবলি.....১১
২. সময়সীমা ও শরয়ী হুকুম.....১১
৩. কোন কোন নামাজের পর তাকবীর পড়া ওয়াজিব.....১২
৪. তাকবীরে তাশরীক কি শুধু পুরুষদের জন্য? (ভুল ধারণার খণ্ডন).....১২
৫. তাকবীরে তাশরীক ভুলে গেলে বা ছুটে গেলে করণীয়.....১২
তৃতীয় অধ্যায় : কুরবানীর বিস্তারিত আহকাম.....১৩
পরিচ্ছেদ ১ : ইতিহাস, তাহকীক ও হুকুম
১. কুরবানীর ঐতিহাসিক পটভূমি.....১৩
২. শাব্দিক ও পারিভাষিক তাহকীক.....১৩
৩. কুরবানীর ফযীলত ও সতর্কতা.....১৩
৪. শরয়ী হুকুম ও ফিকহী মতভেদ.....১৪
— কুরবানীর পরিবর্তে টাকা দান করার ভুল ধারণার খণ্ডন.....১৪
৫. কুরবানী কার ওপর ওয়াজিব? (যোগ্যতার শর্তাবলি).....১৫
— ঋণগ্রস্ত (Debtor) ব্যক্তির ওপর কুরবানীর হুকুম.....১৫
— এক পরিবারে একাধিক ব্যক্তির ওপর কুরবানী ওয়াজিব হওয়া.....১৫
৬. নারীর কুরবানীর বিশেষ বিধান.....১৬
৭. শিশুর কুরবানীর শরয়ী বিধান.....১৬
৮. কুরবানী সহিহ হওয়ার মৌলিক শর্তাবলি.....১৬
পরিচ্ছেদ ২ : কুরবানীর সময়, পশু নির্বাচন ও আধুনিক মাসায়িল
১. কুরবানীর সময় ও আওকাত.....১৭
২. টাইমজোন (Time Zone) ইস্যু ও প্রবাসীদের মাসআলা.....১৭
৩. পশুর বিবরণ ও বয়স (বৈধ পশু ও মুসিন্নাহ).....১৮
৪. ফার্ম, হাইব্রিড ও অপারেশনকৃত পশুর বিধান.....১৮

৫. পশুর ত্রুটি (উয়ূব) : ক্ষমাযোগ্য ও অক্ষমাযোগ্য.....১৯
৬. হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া পশুর হুকুম.....১৯
৭. গর্ভবতী পশুর কুরবানী এবং পেটের বাচ্চার বিধান ২০
পরিচ্ছেদ ৩ : শরীকে কুরবানী, অর্থায়ন ও ওকালত (প্রতিনিধিত্ব)
১. শরীকে বা অংশীদারিত্বে কুরবানী.....২০
২. অর্থায়ন : হারাম টাকা, ব্যাংক লোন ও কিস্তিতে (EMI) পশু কেনা.....২০
৩. প্রতিনিধিত্ব (ওকালত), অনলাইনে ও বিদেশে কুরবানী.....২১
৪. স্বামী-স্ত্রীর আলাদা কুরবানী এবং বেকার বা ছাত্রের হুকুম.....২১
পরিচ্ছেদ ৪ : পশু জবেহের শরয়ী পদ্ধতি ও পারিশ্রমিকের বিধান
১. জবেহকারীর যোগ্যতা ও বিধান.....২২
২. আধুনিক স্লটারহাউস ও যান্ত্রিক জবেহ.....২২
৩. পশু জবেহের সুন্নাত ও আদবসমূহ.....২২
৪. জবেহের দোয়া ও নিয়ত.....২৩
৫. জবেহের পারিশ্রমিক (উজরত).....২৩
৬. জবেহের সময় মাকরূহ কাজসমূহ ২৪
৭. কসাই কর্তৃক স্পাইনাল কর্ড (মেরুদণ্ড) কেটে ফেলার বিধান ২৪
পরিচ্ছেদ ৫ : কুরবানীর গোশত, চামড়া এবং বিশেষ কুরবানীর মাসায়িল
১. গোশতের মাসরাফ ও বণ্টন ২৫
২. গোশত সংরক্ষণ ও পরিবহন.....২৫
৩. চামড়ার মাসরাফ ও ব্যবহার.....২৫
— সতর্কতা (চামড়া সংরক্ষণ বিষয়ক দিকনির্দেশনা).....২৬
৪. বিশেষ কুরবানী : মৃত ব্যক্তি ও মান্নতের বিধান.....২৬
৫. কুরবানী ছুটে গেলে বা পশু মারা গেলে করণীয়.....২৬
চতুর্থ অধ্যায় : আকীকা, তাহনীক ও আনুষঙ্গিক সুন্নাত.....**২৭**
১. আকীকার পরিচয় ও শরয়ী হুকুম.....২৭
২. আকীকার সময় ও আনুষঙ্গিক আমল.....২৭
— বড়দের নিজস্ব আকীকার বিধান.....২৭
৩. পশুর সংখ্যা, গোশতের বিধান ও কুরবানীর সাথে অংশীদারি.....২৭
৪. আনুষঙ্গিক সুন্নাত : চুল কামানো ও সদকা করা.....২৮
৫. তাহনীক করার বিধান.....২৮
পরিশিষ্ট : ফতোয়া ও জিজ্ঞাসা (Q&A) ২৯
যিলহজ্ব, কুরবানী ও আকীকা কেন্দ্রিক ১০টি বহুল জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ও উত্তর ২৯
প্রয়োজনীয় দোয়া, একনজরে মাসায়িল (ছক) ও গ্রন্থপঞ্জি **৩১**
১. প্রয়োজনীয় দোয়া ও তাকবীরসমূহ ৩১
২. একনজরে মাসায়িল (Summary Tables).....৩২
৩. গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography) ৩৩

প্রথম অধ্যায় : যিলহজ্ব মাসের ফযীলত, তাশরীক ও ঈদের আমল

১. যিলহজ্ব মাসের পরিচয় ও ফযীলত

আরবি বারো মাসের সর্বশেষ মাস হলো 'যিলহজ্ব'। এটি ইসলামের অন্যতম মৌলিক রুকন তথা পবিত্র হজ্বের মাস। এই মাসটি 'আশহুরে হুরুম' বা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সম্মানিত চার মাসের অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও পাপাচার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ﴾

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট আল্লাহর কিতাবে মাসসমূহের সংখ্যা বারো-যেদিন তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকেই। তন্মধ্যে চারটি মাস মর্যাদাপূর্ণ (সম্মানিত)। এটাই সঠিক বিধান। সুতরাং তোমরা এই মাসগুলিতে নিজেদের প্রতি জুলুম (পাপকর্ম) করো না।" (সূরা তাওবা : ৩৬)

হাদীস :

১. সম্মানিত চার মাসের মধ্যে যিলহজ্ব মাসের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন :

أَلَا إِنَّ أَحْرَمَ الشُّهُورِ شَهْرُكُمْ هٰذَا

অর্থ : "জেনে রাখো! সবচেয়ে সম্মানিত মাস হলো তোমাদের এই মাস (যিলহজ্ব)।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং : ৩৯৩১)

২. হযরত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন :

السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

অর্থ : "বারো মাসে এক বছর। এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত; ধারাবাহিক তিনটি মাস যথা-যিলক্বদ, যিলহজ্ব ও মুহাররম। আর (চতুর্থটি) মুদার গোত্রের রজব মাস, যা জুমাদাল উখরা ও শাবান মাসের মধ্যবর্তী মাস।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৪৪০৬)

২. যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশকের গুরুত্ব

কুরআনুল কারীম :

وَالْفَجْرِ ○ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ○ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ○

অর্থ : "শপথ ফজরের। শপথ দশ রাতের। শপথ জোড় ও বেজোড়ের।" (সূরা আল-ফজর, আয়াত : ১-৩)

➤ তাফসীরে উসমানীর বর্ণনা অনুযায়ী, এখানে 'ফজর' বলতে কুরবানীর বা ঈদের দিনের ফজর উদ্দেশ্য, যখন বড় হজ্ব আদায় হয়ে থাকে। আর 'দশ রাত' বলতে উক্ত ফজরের পূর্ববর্তী যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ রাতকে বোঝানো হয়েছে। জোড় ও বেজোড় দ্বারা রমজান মাসের শেষ দশক অথবা যিলহজ্বের বিশেষ দিনগুলোকে নির্দেশ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা সূরা হজের ২৮ নম্বর আয়াতে আরও ইরশাদ করেন :

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

অর্থ : "যাতে তারা তাদের বহুবিধ কল্যাণের স্থানে উপস্থিত হতে পারে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে-যেসব গৃহপালিত চতুষ্পদ পশু তিনি তাদের রিজিক হিসেবে সরবরাহ করেছেন।" (সূরা হজ্ব : ২৮)

হাদীস :

১. যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিনের নেক আমল আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন :

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ (يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ) قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ

অর্থ : "আল্লাহ তাআলার নিকট যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিনের নেক আমলের চেয়ে অধিক প্রিয় অন্য কোনো দিনের আমল নেই। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাও কি এর চেয়ে উত্তম নয়? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাও এর চেয়ে উত্তম নয়। তবে সেই ব্যক্তির কথা ভিন্ন, যে নিজের জান-মালসহ আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছে এবং এর কোনো কিছুই নিয়ে আর ফিরে আসেনি।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৯৬৯)

৩. প্রথম দশকের বিশেষ আমলসমূহ

ক. জিকির-আজকার ও তাসবীহ পাঠ :

এই দিনগুলোতে বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করা উচিত।

কুরআনুল কারীম :

وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহর জিকিরই সবচেয়ে বড়।" (সূরা আনকাবুত : ৪৫)

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

অর্থ : "তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব।" (সূরা বাকারাহ : ১৫২)

হাদীস :

১. রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন :

فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ

অর্থ : "সুতরাং তোমরা এই দিনগুলোতে বেশি বেশি তাহলিল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাকবীর (আল্লাহু আকবার) এবং তাহমিদ (আলহামদুলিল্লাহ) পাঠ করো।" (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং : ৬১৫৪)

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন :

لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ

অর্থ : "তোমার জবান যেন সর্বদা আল্লাহর জিকিরে সিক্ত ও সতেজ থাকে।" (জামে তিরমিযী, হাদীস নং : ৩৩৭৫)

৩. রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও ইরশাদ করেছেন :

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ

অর্থ : "দুটি বাক্য এমন রয়েছে যা মুখে উচ্চারণ করা অতি সহজ, মিযানের পাল্লায় অত্যন্ত ভারী এবং

দয়াময় আল্লাহর নিকট খুবই প্রিয়। তা হলো : 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' এবং 'সুবহানাল্লাহিল আযীম'।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৬৪০৬)

খ. সাধ্যমতো রোজা রাখা :

যিলহজ্বের প্রথম নয় দিন রোজা রাখা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ।

হাদীস :

১. রাসূলুল্লাহ (সা.) যিলহজ্ব মাসের প্রথম নয়টি দিন নিয়মিত রোজা রাখতেন।

يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ

অর্থ : "রাসূল (সা.) যিলহজ্বের প্রথম নয়টি রোজা রাখতেন।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং : ২৪৩৭)

২. বিশেষ করে ৯ যিলহজ্ব তথা 'আরাফার দিনের' রোজার ফযীলত সবচেয়ে বেশি।

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ

অর্থ : "আরাফার দিবসের রোজার ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, তিনি এর কারণে পূর্বের এক বছরের এবং পরের এক বছরের গুনাহসমূহ মোচন করে দেবেন।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১১৬২)

গ. দান-সদকা করা :

এই মোবারক দিনগুলোতে সাধ্য অনুযায়ী নফল দান-সদকার পরিমাণ বৃদ্ধি করা উত্তম, কারণ এই দশকের প্রতিটি নেক আমলের সওয়াব আল্লাহর নিকট বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

৪. ঈদুল আজহার নামাজ : হুকুম ও দলীল

হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ঈদুল আজহা এবং ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করা প্রত্যেক সামর্থ্যবান (যার ওপর জুমার নামাজ ওয়াজিব) পুরুষের জন্য ওয়াজিব।

কুরআনুল কারীম :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

অর্থ : "অতএব আপনার রবের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ুন এবং কুরবানী করুন।" (সূরা আল-কাউসার, আয়াত : ২)

➤ ইমাম আবু বকর জাসসাস (রহ.) তাঁর 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে লিখেছেন যে, এখানে 'নামাজ' দ্বারা ঈদের নামাজ বোঝানো হয়েছে এবং 'আমর' (আদেশবাচক শব্দ) দ্বারা নির্দেশ করার কারণে তা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে।

হাদীস :

১. নবী কারীম (সা.) নিজে আজীবন নিয়মিত এই নামাজ আদায় করেছেন এবং উম্মতকে তা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি ঈদের নামাজের গুরুত্ব প্রকাশের জন্য ঋতুবতী ও পর্দানশীন নারীদেরও ঈদের মাঠে উপস্থিত হয়ে মুসলমানদের দোয়ায় শরিক হতে বলেছেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৯৭৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৮৯০)

صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

অর্থ : "ঈদের দুই নামাজ ঐ ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব, যার ওপর জুমার নামাজ ওয়াজিব।"

— আল-হিদায়া, ১/১৫৩; রদ্দুল মুহতার, ২/১৬৫; ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১৫০

৫. নামাজ পড়ার ব্যবহারিক পদ্ধতি ও অতিরিক্ত তাকবীর

ঈদের নামাজ দুই রাকাত। এতে অতিরিক্ত ৬টি তাকবীর বলা ওয়াজিব (প্রথম রাকাতে রুকু বা কেরাআতের আগে ৩টি এবং দ্বিতীয় রাকাতে কেরাআতের পর রুকুর আগে ৩টি)।

হাদীস :

১. হানাফী মাযহাবের ৬ তাকবীরের মূল ভিত্তি হলো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এবং অন্যান্য প্রবীণ সাহাবিদের আমল। মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবায়ে বর্ণিত সহীহ হাদীসে এসেছে :

يُكَبِّرُ أَرْبَعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ

অর্থ : "(ঈদের প্রথম রাকাতে) কিরাআতের পূর্বে ৪টি তাকবীর বলবে (তাহরীমাহসহ), তারপর কিরাআত পড়বে, তারপর তাকবীর বলে রুকুতে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাতে দাঁড়িয়ে প্রথমে কিরাআত পড়বে, তারপর কিরাআতের পর ৪টি তাকবীর বলবে (রুকুর তাকবীরসহ)।" (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং : ৫৬৯৩)

➤ এই হাদীসে উভয় রাকাতে ৪টি করে মোট ৮টি তাকবীরের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম রাকাতের ১ম তাকবীরটি হলো 'তাকবীরে তাহরীমাহ' এবং দ্বিতীয় রাকাতের শেষ তাকবীরটি হলো 'রুকুর তাকবীর'। এই দুটি বাদ দিলে অতিরিক্ত ওয়াজিব তাকবীরের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬টি (৩+৩)।

নামাজ পড়ার ব্যবহারিক নিয়ম :

১. প্রথম রাকাত : মনে মনে ঈদুল আজহার ২ রাকাত ওয়াজিব নামাজ অতিরিক্ত ৬ তাকবীরের সাথে এই ইমামের পেছনে আদায়ের নিয়ত করে হাত বেঁধে 'তাকবীরে তাহরীমাহ' বলবেন এবং ছানা পড়বেন । এরপর ইমামের সাথে ১ম ও ২য় অতিরিক্ত তাকবীরে হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে ছেড়ে দেবেন (বাঁধবেন না)। ৩য় অতিরিক্ত তাকবীরে হাত উঠিয়ে না ছেড়ে নাভি বরাবর বেঁধে নেবেন। এরপর ইমাম সাহেব স্বাভাবিকভাবে কেরাআত পড়ে রুকু-সেজদা করবেন।

২. দ্বিতীয় রাকাত : দ্বিতীয় রাকাতে দাঁড়িয়ে প্রথমে কোনো তাকবীর ছাড়া ইমাম সাহেব কেরাআত (সূরা ফাতেহা ও অন্য সূরা) পাঠ করবেন। কেরাআত শেষে রুকুতে যাওয়ার ঠিক আগে ইমাম সাহেব উচ্চস্বরে ৩টি অতিরিক্ত তাকবীর বলবেন। প্রতিবারই হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে ছেড়ে দেবেন (বাঁধবেন না)। অতিরিক্ত ৩ তাকবীর শেষ হওয়ার পর, ৪র্থ আরেকটি তাকবীর বলে হাত না উঠিয়ে সরাসরি রুকুতে চলে যাবেন (এটি রুকুর তাকবীর)।

— আল-হিদায়া, ১/১৫৪; রদ্দুল মুহতার, ২/১৭২; ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১৫০

৬. জামাত এবং নামাজ ছুটে গেলে করণীয়

ঈদের নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য জামাত শর্ত; একা একা ঈদের নামাজ পড়া শরীয়তসম্মত নয়।

এ সংক্রান্ত মাসআলা :

১. ব্যক্তিগতভাবে নামাজ ছুটে গেলে : কোনো ব্যক্তির যদি ঈদের জামাত পুরোপুরি ছুটে যায়, তবে সে একা একা ঈদের নামাজ কাযা করতে পারবে না। এমতাবস্থায় তার জন্য মুস্তাহাব হলো নিজ ঘরে গিয়ে চাশতের নামাজের (সালাতুয জুহা) নিয়তে দুই বা চার রাকাত নফল নামাজ পড়ে নেওয়া।

২. ইমামের সাথে শরিক হয়ে নামাজ নষ্ট হলে : কেউ জামাতে শরিক হওয়ার পর যদি ওজু ভেঙে

যাওয়া বা অন্য কোনো কারণে নামাজ নষ্ট হয়ে যায়, সে-ও একা ঈদের নামাজ কাযা করবে না, বরং ঘরে চার রাকাত নফল নামাজ পড়ে নেবে।

৩. পুরো এলাকার মানুষের ছুটে গেলে : যদি কোনো গ্রহণযোগ্য ওজরের কারণে (যেমন প্রবল ঝড়-বৃষ্টি বা চাঁদ দেখার সঠিক তথ্য দেরিতে পৌঁছানো) পুরো এলাকার মানুষের প্রথম দিন (১০ যিলহজ্ব) নামাজ ছুটে যায়, তবে তারা ১১ বা ১২ যিলহজ্ব তারিখে পুনরায় জামাত কায়েম করে নামাজ আদায় করতে পারবে। ১২ যিলহজ্বের পর আর ঈদুল আজহার নামাজ পড়া জায়েজ নেই।

وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ لَمْ يَقْضِهَا... وَإِنْ شَاءَ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَصَلَاةِ الضُّحَى

অর্থ : "যার ইমামের সাথে ঈদের নামাজ ছুটে গেছে, সে তার কাজা করবে না... তবে চাইলে সে চাশতের নামাজের মতো চার রাকাত নামাজ পড়ে নিতে পারে।"

— আল-হিদায়া, ১/১৫৫; বাদায়িউস সানায়ি', ১/২৭৫

أَمَّا فِي عِيدِ الْأَضْحَى فَيُصَلِّي إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِعُذْرٍ وَغَيْرِ عُذْرٍ وَبَعْدَهَا لَا يُصَلِّي

অর্থ : "আর ঈদুল আজহার ক্ষেত্রে কোনো ওজর থাকুক বা না থাকুক-যিলহজ্বের ১০, ১১ ও ১২ তারিখ পর্যন্ত ঈদের জামাত কাযা করা যাবে। এরপর আর পড়া যাবে না।"

— আল-বাহরুর রায়েক, ২/১৬০

৭. ঈদের রজনী ও দিন-রাতের ইবাদতের ফযীলত

ঈদুল আজহার পূর্ববর্তী রাত (অর্থাৎ যিলহজ্বের ৯ তারিখ দিবাগত রাত বা চাঁদ রাত) ইবাদতের জন্য অত্যন্ত বরকতময় ও মর্যাদাপূর্ণ।

হাদীস :

১. রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন :

مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلّٰهِ، لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ

অর্থ : "যে ব্যক্তি প্রতিদানের আশায় দুই ঈদের রাতে (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা) জাগ্রত থেকে ইবাদত করবে, যেদিন মানুষের অন্তরসমূহ মারা যাবে (কিয়ামতের কঠিন দিনে) সেদিন তার অন্তর মরবে না।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং : ১৭৮২)

২. হযরত মুআজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন :

مَنْ أَحْيَا خَمْسَ لَيَالٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ : لَيْلَةَ التَّرْوِيَةِ، وَلَيْلَةَ عَرَفَةَ، وَلَيْلَةَ النَّحْرِ، وَلَيْلَةَ الْفِطْرِ، وَلَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

অর্থ : "যে ব্যক্তি পাঁচটি রাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। রাতগুলো হলো- যিলহজ্বের ৮ম রাত, ৯ম রাত, ১০ম রাত তথা ঈদুল আজহার রাত (লাইলাতুন নাহর), ঈদুল ফিতরের রাত এবং পনেরো শাবানের রাত।" (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ২/৯৮)

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন :

خَمْسُ لَيَالٍ لَا تُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ : لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ

অর্থ : "পাঁচটি রাত এমন রয়েছে, যেগুলোতে দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না (নিশ্চিতভাবে কবুল হয়) : জুমার রাত, রজব মাসের প্রথম রাত, শাবানের মধ্যবর্তী রাত এবং দুই ঈদের রাত।" (মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক, হাদীস নং : ৭৯২৭)

ঈদের রাতের সর্বোত্তম আমলসমূহ :

১. এশা ও ফজর নামাজ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে জামাতে আদায় করা (এর দ্বারা পুরো রাত জাগরণের ন্যূনতম সওয়াব মেলে)।

২. রাতের শেষভাগে নফল নামাজ, তাহাজ্জুদ ও সালাতুত তাসবীহ পড়া।

৩. বেশি বেশি তাকবীরে তাশরীক, দরুদ শরীফ ও ইস্তিগফার পাঠ করা।

৪. আল্লাহর দরবারে নিজের ও উম্মাহর জন্য কান্নাকাটি করে দোয়া করা।

— রদ্দুল মুহতার, ২/২৫; আল-বাহরুর রায়েক, ২/৫৮; ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১১২

৮. ঈদের দিনের সুন্নাত ও মুস্তাহাব আমলসমূহ

ঈদের দিন সকাল থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত ও আদব রয়েছে, যা ফুটিয়ে তোলা মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

হাদীস শরীফে এসেছে :

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত :

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى

অর্থ : "রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিনে গোসল করতেন।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং : ১৩১৫)

২. হযরত বুরাইদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত :

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلا يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ

অর্থ : "নবী কারীম (সা.) ঈদুল ফিতরের দিন কিছু না খেয়ে ঈদগাহে বের হতেন না; আর ঈদুল আজহার দিন নামাজের পূর্বে কিছুই খেতেন না (যাতে নামাজের পর কুরবানীর গোশত দিয়ে প্রথম খাবার গ্রহণ করা যায়)।" (সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং : ৫৪২)

৩. হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত :

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ

অর্থ : "নবী কারীম (সা.) ঈদের দিনে (ঈদগাহে যাওয়া-আসার) পথ পরিবর্তন করতেন।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৯৮৬)

ঈদের দিনের ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত ও আদব (একনজরে) :

১. সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠা।

২. মেসওয়াক করা।

৩. ঈদের নামাজের উদ্দেশ্যে সুন্দরভাবে গোসল করা।

৪. শরীয়তসম্মত উপায়ে নিজের শরীর পরিচ্ছন্ন করা ও নখ-চুল ছাঁটা।

৫. সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের সংগ্রহে থাকা সবচেয়ে উত্তম বা পরিষ্কার পোশাক পরিধান করা।

৬. সুগন্ধি বা আতর ব্যবহার করা (পুরুষদের জন্য)।

৭. ঈদুল আজহার দিন সকালে নামাজের আগে কিছু না খেয়ে উপবাস থাকা এবং নামাজের পর কুরবানীর গোশত দিয়ে দিনের প্রথম আহার করা।

৮. সকাল সকাল বা দ্রুত ঈদগাহের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া।

৯. ঈদের নামাজ মসজিদে না পড়ে উন্মুক্ত মাঠ বা ঈদগাহে গিয়ে আদায় করা (ওজর বা বৃষ্টি থাকলে ভিন্ন কথা)।

১০. ঈদগাহে যাওয়ার সময় সামর্থ্য থাকলে পায়ে হেঁটে যাওয়া।

১১. ঈদগাহে যাওয়ার পথে উচ্চস্বরে তাকবীরে তাশরীক বলতে বলতে যাওয়া।

১২. এক পথে ঈদগাহে যাওয়া এবং নামাজ শেষে অন্য পথ দিয়ে বাড়ি ফিরে আসা।

১৩. ঈদের নামাজ শেষে সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের অবহেলা না করে দ্রুত কুরবানীর পশু জবেহ করার ব্যবস্থা করা। — আদ-দুররুল মুখতার, ২/১৬৫; আল-হিদায়া, ১/১৫৩; ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১৫০

দ্বিতীয় অধ্যায় : তাকবীরে তাশরীক

১. পরিচয় ও তাকবীরে তাশরীকের শব্দাবলি

'তাকবীর' (تكبير) অর্থ আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করা এবং 'তাশরীক' (تشريق) অর্থ রোদে গোশত শুকানো। প্রাচীন কালে যিলহজ্বের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে মিনায় কুরবানীর পশুর গোশত রোদে শুকানো হতো বলে এই দিনগুলোকে 'আইয়ামে তাশরীক' বলা হয়। এই দিনগুলোতে যে তাকবীর পড়া হয়, তাকেই 'তাকবীরে তাশরীক' বলা হয়।

তাকবীরে তাশরীকটি হলো :

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

অর্থ : "আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, এবং সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্যই।"

পবিত্র কুরআনুল কারীমে যিলহজ্ব মাসের এই নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে :

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ

অর্থ : "আর তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো নির্দিষ্ট দিনসমূহে।" (সূরা আল-বাকারাহ : ২০৩)

➤ মুফাসসিরিনে কেরামদের মতে, এখানে 'নির্দিষ্ট দিনসমূহ' বলতে আইয়ামে তাশরীক বা যিলহজ্বের ৯ থেকে ১৩ তারিখই বোঝানো হয়েছে।

হাদীস :

১. হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত :

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... يُكَبِّرُ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

অর্থ : "রাসূলুল্লাহ (সা.) আরাফার দিন (৯ যিলহজ্ব) সকাল থেকে তাশরীকের শেষ দিনের (১৩ যিলহজ্ব) আসর নামাজ পর্যন্ত তাকবীর বলতেন।" (সুনানে দারকুতনি, হাদীস নং : ১৭৫৩)

২. সময়সীমা ও শরয়ী হুকুম

হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ফতোয়া অনুযায়ী, যিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখ ফজর নামাজ থেকে শুরু করে ১৩ তারিখ আসর নামাজ পর্যন্ত এই পাঁচ দিনে মোট ২৩ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর অন্তত একবার তাকবীরে তাশরীক পাঠ করা ওয়াজিব।

وَالتَّكْبِيرُ الْوَاجِبُ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ يَبْدَأُ مِنْ فَجْرِ عَرَفَةَ إِلَى عَصْرِ الْعِيدِ عِنْدَهُمَا... وَهِيَ ثَلَاثٌ

وَعِشْرُونَ وَقْتًا

অর্থ : "ওয়াজিব তাকবীরের সময় শুরু হয় আরাফার দিন (৯ যিলহজ্ব) ফজর থেকে এবং শেষ হয় ঈদের শেষ দিন (১৩ যিলহজ্ব) আসর পর্যন্ত... এবং এর ওপরই ফতোয়া। আর তা মোট ২৩ ওয়াক্ত।"

— রদ্দুল মুহতার, ২/১৭৯

৩। কোন কোন নামাজের পর তাকবীর পড়া ওয়াজিব?

১. প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর (যিলহজ্বের ৯ তারিখ ফজর থেকে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত)।

২. জুমার নামাজের পর (যদি তাশরীকের দিনগুলোর মধ্যে শুক্রবার আসে)।

৩. ঈদুল আজহার দুই রাকাত নামাজের পর।

উল্লেখ্য : সুন্নাত, নফল, বিতর বা তাহাজ্জুদের পর এই তাকবীর পড়ার কোনো বিধান নেই।

৪. তাকবীরে তাশরীক কি শুধু পুরুষদের জন্য? (ভুল ধারণার খণ্ডন)

আমাদের সমাজে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, তাকবীরে তাশরীক কেবল পুরুষদের জন্য ওয়াজিব। ফিকহ ও ফতোয়ার কিতাবসমূহের অকাট্য দলীল অনুযায়ী, এটি সম্পূর্ণ ভুল। পুরুষদের মতো প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নারীর ওপরও প্রতি ফরজ নামাজের পর তাকবীরে তাশরীক পাঠ করা ওয়াজিব।

পার্থক্য শুধু আওয়াজের ক্ষেত্রে :

১. পুরুষদের নিয়ম : ফরজ নামাজের সালাম ফেরানোর পর সমস্বরে বা একা মাঝারি ধরনের উচ্চ আওয়াজে (জোরে) তাকবীর পড়বেন।

২. নারীদের নিয়ম : নারীরা ঘরে একা বা জামাতে ফরজ নামাজ পড়ার পর একদম নিচু স্বরে (মনে মনে) পড়বেন, যেন নিজের কান ছাড়া অন্য কেউ (বিশেষত পরপুরুষ) শুনতে না পায়।

التَّكْبِيرُ وَاجِبٌ ... عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ

অর্থ : "শহর ও গ্রামের বাসিন্দা, পুরুষ, নারী, মুসাফির এবং মুকিম-সকলের ওপরই তাকবীর বলা ওয়াজিব।" — আল-বাহরুর রায়েক, ২/১৭৬

وَالْمَرْأَةُ تُخْفِي التَّكْبِيرَ

অর্থ : "আর নারী তার তাকবীরকে গোপন (নিচু স্বরে) করবে।" — ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১৫২

৫. তাকবীরে তাশরীক ভুলে গেলে বা ছুটে গেলে করণীয়

সালাম ফেরানোর পর তাকবীর বলতে ভুলে গেলে এর দুটি অবস্থা হতে পারে :

১. নামাজের স্থান ত্যাগ করার আগে মনে পড়লে : সালাম ফেরানোর পর যদি কথা না বলে থাকেন, বুক কেবলার দিক থেকে না ঘুরিয়ে থাকেন বা মসজিদ থেকে বের না হয়ে থাকেন, তবে মনে পড়ার সাথে সাথেই তাকবীরটি পড়ে নিতে হবে।

২. নামাজের স্থান ত্যাগ করার পর মনে পড়লে : যদি উঠে হাঁটা শুরু করেন, মসজিদ থেকে বের হয়ে যান, ইচ্ছাকৃতভাবে ওজু ভেঙে ফেলেন বা কারও সাথে কথা বলে ফেলেন, তবে তার ওপর থেকে সেই ওয়াক্তের তাকবীর রহিত (সাকিত) হয়ে যাবে। পরবর্তীতে এর কোনো কাযা নেই, তবে ওয়াজিব ছুটে যাওয়ার কারণে আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করতে হবে।

فَلَوْ تَكَلَّمَ أَوْ أَحْدَثَ عَمْدًا أَوْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ سَقَطَ التَّكْبِيرُ

অর্থ : "যদি কেউ সালামের পর কথা বলে ফেলে, ইচ্ছাকৃত অজু ভঙ্গ করে কিংবা মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়, তবে তার ওপর থেকে তাকবীর রহিত হয়ে যাবে।" — রদ্দুল মুহতার, ২/১৭৮

তৃতীয় অধ্যায় : কুরবানীর বিস্তারিত আহকাম

পরিচ্ছেদ ১ : ইতিহাস, তাহকীক ও হুকুম

১. কুরবানীর ঐতিহাসিক পটভূমি

মানব ইতিহাসের সূচনা থেকেই কুরবানীর বিধান চলে আসছে। আদিপিতা হযরত আদম (আ.)-এর যুগ থেকেই আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কুরবানী করার প্রচলন ঘটে। পরবর্তীতে হযরত ইব্রাহিম (আ.) ও হযরত ইসমাইল (আ.)-এর এক মহান ত্যাগের ঘটনার মাধ্যমে এটি উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য একটি স্বাধীন সুন্নাত ও ওয়াজিব ইবাদত হিসেবে স্থায়ী রূপ লাভ করে।

কুরআনুল কারীম :

১. হযরত আদম (আ.)-এর দুই সন্তানের কুরবানীর ঘটনা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন

وَاتْلُ مَا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ

অর্থ : "আর আপনি তাদের আদমের দুই পুত্রের বাস্তব সংবাদ আবৃত্তি করে শুনিয়ে দিন-যখন তারা উভয়েই কুরবানী পেশ করেছিল, অতঃপর তাদের একজনের কুরবানী কবুল হলো এবং অপরজনের কুরবানী কবুল হলো না।" (সূরা মায়েদাহ : ২৭)

২. মিল্লাতে ইব্রাহিমী তথা বর্তমান কুরবানীর মূল উৎস সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

অর্থ : "অতঃপর সে যখন পিতার সাথে কাজকর্ম করার বয়সে উপনীত হলো, তখন ইব্রাহিম বলল : হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে জবেহ করছি, এখন বলো তোমার মতামত কী? সে বলল : হে আব্বাজান! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তা-ই করুন, ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।" (সূরা সাফফাত : ১০২)

২. শাব্দিক ও পারিভাষিক তাহকীক

কুরবানী সংশ্লিষ্ট শব্দগুলোর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ নিচে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হলো :

কুরবানী (قُرْبَان) : এটি আরবি 'কুরবুন' (قُرْبٌ) ধাতু থেকে সমুৎপন্ন, যার আভিধানিক অর্থ হলো-নিকটবর্তী হওয়া, নৈকট্য লাভ করা। শরীয়তের পরিভাষায়, আল্লাহর নৈকট্য ও সওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে জিলহজ্ব মাসের নির্দিষ্ট দিনগুলোতে যে পশু জবেহ করা হয়, তাকে কুরবানী বলা হয়।

উযহিয়্যাহ (أُضْحِيَّة) : ফিকহের কিতাবাদিতে কুরবানীকে 'উযহিয়্যাহ' বলা হয়। এর আভিধানিক সম্পর্ক হলো 'যুহা' (ضحى) তথা পূর্বাহ্ন বা চাশতের সময়ের সাথে। যেহেতু ঈদুল আজহার দিন চাশতের সময় এই জবেহ সম্পন্ন করা হয়, তাই একে উযহিয়্যাহ বলা হয়।

নহর (نَحْر) : এর আভিধানিক অর্থ হলো-বক্ষদেশ। উট জাতীয় পশুকে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় বক্ষদেশের গোড়ায় আঘাত করে জবেহ করার পদ্ধতিকে নহর বলা হয়।

নুসুক (نُسُك) : এর আভিধানিক অর্থ-ইবাদত বা আনুগত্য। শরীয়তের পরিভাষায় এর দ্বারা জবেহকৃত পশুকে বোঝানো হয়।

৩. কুরবানীর ফযীলত ও সতর্কতা

যিলহজ্ব মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখে সামর্থ্যবান মুমিনের জন্য কুরবানীর চেয়ে উত্তম আর কোনো আমল নেই।

হাদীস :

১. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন :

مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا

অর্থ : "কুরবানীর দিনে রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় বনী আদমের আর কোনো আমল নেই। কিয়ামতের দিন এই পশু তার শিং, পশম ও খুরসহ উপস্থিত হবে। আর কুরবানীর রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহর নিকট তা কবুল হয়ে যায়। অতএব, তোমরা প্রফুল্ল চিত্তে কুরবানী করো।" (জামে তিরমিযী, হাদীস নং : ১৪৯৩)

২. হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত, সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই কুরবানীগুলো কী? তিনি বললেন : এটি তোমাদের পিতা ইব্রাহিম (আ.)-এর সুন্নাত। তারা বললেন, এতে আমাদের কী সওয়াব রয়েছে? রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন :

بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ

অর্থ : "পশুর প্রতিটি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকি রয়েছে।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং : ৩১২৭)

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী না করার কঠোর সতর্কতা :

৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন :

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

অর্থ : "যার সামর্থ্য রয়েছে অথচ সে কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং : ৩১২৩)

৪. শরয়ী হুকুম ও ফিকহী মতভেদ

কুরবানীর সুনির্দিষ্ট শরয়ী হুকুমের ব্যাপারে আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে :

হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত : জিলহজ্ব মাসের নির্দিষ্ট দিনগুলোতে প্রত্যেক সুস্থ, স্বাধীন, মুকিম ও নিসাব পরিমাণ মালের মালিক মুসলমানের ওপর কুরবানী করা ওয়াজিব।

অন্যান্য মাযহাবের মত : ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী, কুরবানী করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

হানাফী মাযহাবের দলীল :

পবিত্র কোরআনের فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (আপনার রবের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ুন এবং কুরবানী করুন) আয়াতে আদেশবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পূর্বোক্ত সতর্কবাণী-"সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে"-এটি ওয়াজিব ছাড়া অন্য কোনো নফল বা সুন্নাত আমল তরক করার কারণে বলা সম্ভব নয়।

— ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/২৯২; রদ্দুল মুহতার, ৬/৩১৫

কুরবানীর পরিবর্তে টাকা দান করার বিধান : বর্তমানে অনেককে বলতে শোনা যায় যে,

"কুরবানী না করে ওই টাকাটা গরিবদের মাঝে দান করে দিলে তাদের বেশি উপকার হয়।" শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি একটি সম্পূর্ণ ভুল ও বিভ্রান্তিকর ধারণা। কুরবানীর দিনগুলোতে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পশুর 'রক্ত প্রবাহিত করা' (জবেহ করা) একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। এই দিনগুলোতে পশুর মূল্যের চেয়ে কোটি টাকা দান করলেও কুরবানীর ওয়াজিব আদায় হবে না।

وَإِرَاقَةُ الدَّمِ مَقْصُودَةٌ، فَلَا تَقُومُ الصَّدَقَةُ بِقِيمَتِهَا مَقَامَهَا

অর্থ : "রক্ত প্রবাহিত করাটাই (শরীয়তের) মূল উদ্দেশ্য, সুতরাং পশুর মূল্যের সমপরিমাণ টাকা সদকা করে দিলে তা কুরবানীর স্থলাভিষিক্ত হবে না।" — রদ্দুল মুহতার, ৬/৩১৩

৫. কুরবানী কার ওপর ওয়াজিব?

কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু শর্ত রয়েছে :

১. মুসলমান হওয়া : অমুসলিমের ওপর কুরবানীর বিধান নেই।

২. স্বাধীন হওয়া : দাসের ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয়।

৩. মুকিম হওয়া : শরয়ী মুসাফিরের ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। তবে মুসাফির ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় কুরবানী করে, তবে সে সওয়াব পাবে।

৪. নিসাবের মালিক হওয়া : কুরবানীর দিনগুলোতে (১০ জিলহজ্ব ফজর থেকে ১২ জিলহজ্ব সূর্যাস্ত পর্যন্ত) যার কাছে তার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা কিংবা এর সমমূল্যের নগদ টাকা বা ব্যবসায়িক পণ্য থাকে, তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব।

➤ যাকাতের নিসাবের সাথে কুরবানীর নিসাবের পার্থক্য হলো-যাকাতের ক্ষেত্রে সম্পদ এক বছর মালিকানায় থাকা শর্ত এবং তা বর্ধনশীল হতে হয়। কিন্তু কুরবানীর ক্ষেত্রে বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয় এবং অবর্ধনশীল ও অব্যবহৃত সৌখিন আসবাবপত্রও নিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে।

— ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/২৯২

এক পরিবারে একাধিক ব্যক্তির ওপর কুরবানী ওয়াজিব হওয়া : আমাদের সমাজে একটি ভুল ধারণা আছে যে, পরিবারের প্রধান বা বাবার পক্ষ থেকে একটি কুরবানী দিলেই সবার আদায় হয়ে যায়। শরীয়তের বিধান হলো, পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের সম্পদের হিসাব আলাদা। যদি একই পরিবারে বাবা, মা এবং উপার্জনকারী সন্তান-সবার কাছেই আলাদাভাবে নিসাব পরিমাণ সম্পদ (নগদ অর্থ বা স্বর্ণালঙ্কার) থাকে, তবে তাদের প্রত্যেকের ওপর আলাদাভাবে কুরবানী ওয়াজিব। একজনের দিলে অন্যজনের ওয়াজিব আদায় হবে না।

تَجِبُ عَلَى كُلِّ حُرٍّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ... مَالِكٍ لِنِصَابٍ

অর্থ : "প্রত্যেক স্বাধীন, মুকিম, মুসলমান এবং নিসাবের মালিকের ওপরই কুরবানী ওয়াজিব।"

— ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/২৯২

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ওপর কুরবানীর হুকুম : যার ওপর মানুষের ঋণ আছে, নিসাবের হিসাব করার সময় তার মোট সম্পদ থেকে ঋণের সমপরিমাণ টাকা বাদ দিয়ে হিসাব করতে হবে।

১. সাধারণ ঋণ : যদি ঋণ বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদ নিসাবের সমপরিমাণ না থাকে, তবে তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয়।

২. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (যেমন-হোম লোন বা ব্যাংক লোন) : যদি কারও বিশাল অঙ্কের দীর্ঘমেয়াদি লোন থাকে (যা ১০-১৫ বছরে কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য), তবে পুরো লোন একত্রে মাইনাস করা হবে

না; বরং শুধু ওই বছর বা ওই মাসে পরিশোধযোগ্য কিস্তির পরিমাণ টাকা মাইনাস করে হিসাব করতে হবে। এরপর যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে, তবে কুরবানী ওয়াজিব হবে।

— রদ্দুল মুহতার, ২/২৬১; জাদীদ ফিকহী মাসায়িল, ১/২৪২

৬. নারীর কুরবানীর বিশেষ বিধান

ইসলামে নারীর স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক মালিকানা স্বীকৃত। অতএব, কুরবানীর ক্ষেত্রে নারীদের বিধান পুরুষদের মতোই স্বতন্ত্র।

আলাদা মালিকানা ও নিসাব : কোনো নারীর কাছে যদি নিজস্ব মালিকানায় নিসাব পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার বা সম্পদ থাকে, তবে তাঁর ওপর কুরবানী করা আলাদাভাবে ওয়াজিব।

স্বামীর দায়িত্বের সীমা : স্ত্রীর কুরবানী আদায় করে দেওয়া স্বামীর ওপর ওয়াজিব নয়। স্বামী যদি স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে নিজের পক্ষ থেকে স্ত্রীর কুরবানী দিয়ে দেয়, তবে তা আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু স্বামী যদি না দেয় এবং স্ত্রী নিসাবের মালিক হওয়া সত্ত্বেও কুরবানী না করেন, তবে স্ত্রী গুনাহগার হবেন।

উপার্জনকারী নারী : চাকুরীজীবী বা ব্যবসায়ী নারী যদি নিসাবের মালিক হন, তবে তাঁর ওপরও এই হুকুম সমভাবে প্রযোজ্য।

— ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/২৯৩; রদ্দুল মুহতার, ৬/৩১৫

৭. শিশুর কুরবানীর শরয়ী বিধান

নাবালেগ শিশু বা পাগলের সম্পদের ওপর কুরবানীর হুকুমের ক্ষেত্রে হানাফী ফিকহের ফতোয়া নিম্নরূপ :

নাবালেগের ওপর হুকুম : নাবালেগ শিশু বা পাগল ব্যক্তি যদি ধনী বা নিসাবের মালিকও হয়, তবুও তাদের ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয়।

অভিভাবকের দায়িত্ব : অভিভাবক বা পিতা নিজের সম্পদ থেকে নাবালেগ সন্তানের পক্ষ থেকে কুরবানী করা ওয়াজিব নয়, তবে মুস্তাহাব।

এতিমের সম্পদ : এতিম বা নাবালেগ সন্তানের নিজস্ব মূল সম্পদ থেকে অভিভাবকের জন্য কুরবানী করা জায়েজ নেই। যদি করা হয়, তবে অভিভাবককে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

— ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/২৯৩; রদ্দুল মুহতার, ৬/৩১৬

৮. কুরবানী সহিহ হওয়ার মৌলিক শর্তাবলি

কুরবানীর ইবাদত আল্লাহর দরবারে মাকবূল ও সহিহ হওয়ার জন্য ৪টি মৌলিক শর্ত আবশ্যক :

১. নিয়ত (إخلاص) : একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জবেহ করতে হবে। লোকদেখানো বা শুধু গোশত খাওয়ার নিয়ত থাকলে কুরবানী সহিহ হবে না।

২. বৈধ মালিকানা : কুরবানীর পশুটি সম্পূর্ণ হালাল ও বৈধ টাকায় অর্জিত হতে হবে। চুরি, ডাকাতি বা হারামের টাকায় কেনা পশু দ্বারা কুরবানী বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩. শরয়ী পশু : শরীয়ত নির্ধারিত গৃহপালিত চতুষ্পদ পশু (উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা) হতে হবে। বন্য পশু দ্বারা কুরবানী হবে না।

৪. নির্দিষ্ট সময় : কুরবানীর জন্য নির্ধারিত সময়ের (১০ জিলহজ্ব থেকে ১২ জিলহজ্ব সূর্যাস্ত) মধ্যে জবেহ সম্পন্ন হতে হবে। এর আগে বা পরে জবেহ করলে তা সাধারণ জবেহ হবে, কুরবানী আদায় হবে না।

— ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩২৪; আল-হিদায়া, ৪/৩৫৫

পরিচ্ছেদ ২ : কুরবানীর সময়, পশু নির্বাচন ও আধুনিক মাসায়িল

১. কুরবানীর সময় ও আওকাত

কুরবানী আদায়ের জন্য শরীয়ত নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। এই সময়ের আগে বা পরে জবেহ করলে কুরবানী আদায় হবে না।

কুরবানীর দিনসমূহ :

যিলহজ্ব মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত-এই তিন দিন কুরবানীর সময়।

أَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ : يَوْمُ الْأَضْحَى وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ

অর্থ : "কুরবানীর দিন হলো তিনটি : ঈদুল আজহার দিন এবং তার পরবর্তী দুই দিন।"

— ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/২৯৫

শহর ও গ্রামের হুকুম :

যেসব শহরে বা বড় গ্রামে জুমার নামাজ ও ঈদের নামাজ ওয়াজিব, সেখানে ঈদের নামাজের আগে কুরবানী করা জায়েজ নেই। তবে যেসব প্রত্যন্ত গ্রামে ঈদের নামাজ ওয়াজিব নয়, সেখানে ১০ যিলহজ্ব ফজর উদিত হওয়ার পরপরই কুরবানী করা জায়েজ।

وَلَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ أَنْ يُضَحُّوا إِلَّا بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ ... وَأَمَّا أَهْلُ السَّوَادِ فَيُضَحُّونَ بَعْدَ الْفَجْرِ

অর্থ : "শহরবাসীর জন্য ঈদের নামাজের পূর্বে কুরবানী করা জায়েজ নেই... আর গ্রামবাসী ফজরের নামাজের পর কুরবানী করতে পারবে।"

— আল-হিদায়া, ৪/৩৫৫

দিনে ও রাতে জবেহ করার বিধান :

কুরবানীর দিনগুলোর যেকোনো সময় (দিনে বা রাতে) পশু জবেহ করা যায়। তবে পর্যাপ্ত আলোর অভাবে রগ কাটায় ত্রুটি হওয়ার আশঙ্কায় রাতে জবেহ করা মাকরূহ।

— রদ্দুল মুহতার, ৬/৩২০

২. টাইমজোন (Time Zone) ইস্যু ও প্রবাসীদের মাসআলা

বর্তমান যুগে অনেকেই ভিন্ন দেশে বা প্রবাসে অবস্থান করেন এবং নিজ দেশে টাকা পাঠিয়ে কুরবানী করান। এক্ষেত্রে চাঁদ দেখা ও ঈদের দিন ভিন্ন হওয়ার কারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা তৈরি হয়।

হুকুম :

কুরবানীর সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে কুরবানীদাতার অবস্থান নয়, বরং পশু যেখানে জবেহ করা হচ্ছে, সেখানকার সময় ধর্তব্য হবে।

الْمُعْتَبَرُ مَكَانُ الْأُضْحِيَّةِ لَا مَكَانُ الْمُضَحِّي

অর্থ : "কুরবানীর ক্ষেত্রে পশু জবেহ করার স্থান ধর্তব্য, কুরবানীদাতার স্থান নয়।"

— রদ্দুল মুহতার, ৬/৩১৮

➤ কোনো ব্যক্তি যদি আমেরিকায় থাকেন এবং তার কুরবানী বাংলাদেশে হয়, তবে বাংলাদেশে ঈদের নামাজ হওয়ার পরই তার পশু জবেহ করা যাবে, আমেরিকায় তখন ঈদের দিন হোক বা না হোক । একইভাবে, বাংলাদেশে অবস্থানকারী কারো পশু যদি সৌদি আরবে জবেহ করা হয়, তবে সৌদি

আরবের সময় অনুযায়ী জবেহ সম্পন্ন হতে হবে।

৩. পশুর বিবরণ ও বয়স (বৈধ পশু ও মুসিন্নাহ)

শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত চতুষ্পদ গৃহপালিত পশু ছাড়া অন্য কোনো বন্য পশু (যেমন-হরিণ) বা পাখি দ্বারা কুরবানী আদায় হবে না।

বৈধ পশু ও বয়সের শর্ত :

১. উট : পূর্ণ ৫ বছর হতে হবে।

২. গরু ও মহিষ : পূর্ণ ২ বছর হতে হবে।

৩. ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা : পূর্ণ ১ বছর হতে হবে।

হাদীস :

১. হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন :

لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ

অর্থ : "তোমরা মুসিন্নাহ (নির্দিষ্ট বয়সের পশু) ছাড়া জবেহ কোরো না। তবে তা তোমাদের জন্য কষ্টকর হলে ভেড়ার জাযআহ (ছয় মাসের নাদুসনুদুস বাচ্চা) জবেহ করতে পারো।"

(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৯৬৩)

➤ 'মুসিন্নাহ' বলা হয় বয়োপ্রাপ্ত পশুকে (উটের ৫ বছর, গরুর ২ বছর এবং ছাগলের ১ বছর)। আর 'জাযআহ' বলা হয় ছয় মাসের এমন হৃষ্টপুষ্ট ভেড়া বা দুম্বাকে, যাকে দূর থেকে দেখলে এক বছর বয়সী মনে হয়। তবে ছাগলের ক্ষেত্রে এই ছাড় নেই; ছাগল অবশ্যই এক বছরের হতে হবে।

দাঁত দ্বারা বয়স যাচাই :

সাধারণত বয়সের আলামত হিসেবে পশুর দাঁত গজানোকে মানদণ্ড ধরা হয়। তবে যদি বিক্রেতার কথায় বা ফার্মের রেকর্ডের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে পশুর নির্দিষ্ট বয়স পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু এখনো দাঁত ওঠেনি, তবুও সেই পশু দ্বারা কুরবানী করা জায়েজ।

— ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/২৯৭

৪. ফার্ম, হাইব্রিড ও অপারেশনকৃত পশুর বিধান

আধুনিক যুগে পশু পালনের পদ্ধতিতে অনেক পরিবর্তন এসেছে, যার ফিকহী সমাধান জানা জরুরি।

অতিরিক্ত মোটাতাজাকরণকৃত ও হাইব্রিড পশু :

ফার্মের যেসব হাইব্রিড জাতের গরু ইনজেকশন বা বিশেষ খাদ্যের মাধ্যমে খুব দ্রুত বড় হয়ে যায় এবং দেখতে ৩-৪ বছরের গরুর মতো মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত বয়স ২ বছর পূর্ণ হয়নি, সেগুলোর দ্বারা কুরবানী সহিহ হবে না। বয়স পূর্ণ হওয়া অত্যাবশ্যক।

খাসি বা অপারেশনকৃত পশু :

যেসব পশুর প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে (যেমন খাসি করা ছাগল বা বলদ গরু), সেগুলোর দ্বারা কুরবানী করা জায়েজ এবং উত্তম। কারণ, এতে পশুর গোশতের স্বাদ ও গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

হাদীস :

১. হযরত আবু রাফে' (রা.) থেকে বর্ণিত :

ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ خَصِيَّيْنِ

অর্থ : "রাসূলুল্লাহ (সা.) দুটি সাদা-কালো রঙের, খাসি করা (অণ্ডকোষ বের করা) দুম্বা দ্বারা কুরবানী করেছেন।" - মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং : ২৫৮৪৩, আল-হিদায়া, ৪/৩৫৯

৫. পশুর ত্রুটি (উয়ূব) : ক্ষমাযোগ্য ও অক্ষমাযোগ্য

কুরবানীর পশু যাবতীয় শারীরিক ত্রুটি থেকে মুক্ত ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া উত্তম। পশুর ত্রুটিগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

ক্ষমার অযোগ্য ত্রুটি (যাতে কুরবানী জায়েজ নয়) :

১. দুই চোখ বা এক চোখের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট।

২. এমন খোঁড়া যে তিন পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং চতুর্থ পা মাটিতে ফেলতেই পারে না (জবেহের স্থান পর্যন্ত হেঁটে যেতে অক্ষম)।

৩. পশুর কান বা লেজের এক-তৃতীয়াংশের বেশি কাটা বা জন্ম থেকে লেজ-কান না থাকা।

৪. শিং একেবারে গোড়া থেকে ভেঙে যাওয়া, যার প্রভাব মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছেছে।

৫. এমন দুর্বল ও রুগ্ন পশু, যার হাড়ে কোনো মজ্জা অবশিষ্ট নেই।

হাদীস :

১. হযরত আল-বারা ইবনে আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন :

أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا : الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي

অর্থ : "চার প্রকার পশু দ্বারা কুরবানী জায়েজ নেই : স্পষ্ট অন্ধ, স্পষ্ট রোগাক্রান্ত, স্পষ্ট খোঁড়া এবং এমন জীর্ণশীর্ণ দুর্বল যার হাড়ে মজ্জা নেই।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং : ২৮০২)

ক্ষমাযোগ্য ত্রুটি (যাতে কুরবানী জায়েজ) :

১. কান বা লেজের এক-তৃতীয়াংশের কম কাটা বা চেরা।

২. শিং ওপরের দিক থেকে সামান্য ভেঙে যাওয়া।

৩. পশুর কিছু দাঁত না থাকা, তবে যদি ঘাস চিবিয়ে খেতে পারে তাহলে জায়েজ।

৪. জন্মগতভাবে শিং না থাকা বা কান ছোট হওয়া। — ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/২৯৭-২৯৮

৬। হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া পশুর হুকুম :

কেউ কুরবানীর উদ্দেশ্যে পশু কেনার পর যদি তা হারিয়ে বা চুরি হয়ে যায়, তবে এর দুটি অবস্থা :

১. ধনী ব্যক্তি (যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব) : তাকে বাধ্য হয়ে অন্য একটি পশু কিনতে হবে। পরবর্তীতে যদি হারানো পশুটি পাওয়া যায়, তবে যেকোনো একটি জবেহ করলেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

২. গরিব ব্যক্তি (যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব ছিল না, কিন্তু কিনেছে) : তাকে নতুন করে পশু কিনতে হবে না। তবে যদি হারানো পশুটি পাওয়া যায়, তাহলে সেটি জবেহ করা তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যদি সে আরেকটি কিনে ফেলে এবং পরে আগেরটিও পায়, তবে গরিবের জন্য উভয় পশু জবেহ করা ওয়াজিব। — ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/২৯৪

৭। গর্ভবতী পশুর কুরবানী এবং পেটের বাচ্চার বিধান : যেসব পশু দেখলে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে এরা গর্ভবতী বা বাচ্চা প্রসবের সময় নিকটবর্তী, এমন পশুকে কুরবানীর জন্য নির্বাচন করা এবং জবেহ করা মাকরূহ। তবে জবেহ করে ফেললে কুরবানী আদায় হয়ে যাবে।

يُكْرَهُ ذَبْحُ ذَوَاتِ الدَّرِّ وَالْحَمْلِ

অর্থ : "দুগ্ধদানকারী এবং গর্ভবতী পশু জবেহ করা মাকরূহ।" (রদ্দুল মুহতার, ৬/৩২২)

জবেহের পর পেটে বাচ্চা পাওয়া গেলে দুটি অবস্থা হতে পারে :

১. বাচ্চা জীবিত বের হলে : তাকেও জবেহ করে দিতে হবে এবং তার গোশত খাওয়া হালাল।

২. বাচ্চা মৃত বের হলে : ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ফতোয়া অনুযায়ী, জবেহ ছাড়া মৃত বাচ্চার গোশত খাওয়া হালাল নয়, তা ফেলে দিতে হবে।

وَإِنْ خَرَجَ الْوَلَدُ مَيِّتًا لَمْ يُؤْكَلْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ

অর্থ : "আর যদি বাচ্চা মৃত অবস্থায় বের হয়, তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে তা খাওয়া যাবে না।" — আল-হিদায়া, ৪/৩৫৯; ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/২৮৯

পরিচ্ছেদ ৩ : শরীকে কুরবানী, অর্থায়ন ও ওকালত (প্রতিনিধিত্ব)

১. শরীকে বা অংশীদারিত্বে কুরবানী

উট, গরু ও মহিষ-এই তিন প্রকার পশুতে সর্বোচ্চ সাতজন ব্যক্তি শরীক হয়ে কুরবানী করতে পারবেন। তবে ছাগল, ভেড়া ও দুম্বায় শরীক হওয়া জায়েজ নেই; এগুলো একজনের পক্ষ থেকে কুরবানী করতে হবে।

হাদীস :

১. হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত :

نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

অর্থ : "আমরা হুদায়বিয়ার বছর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে কুরবানী করেছি-উট সাতজনের পক্ষ থেকে এবং গরু সাতজনের পক্ষ থেকে।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৩১৮)

শরীকদের নিয়ত ও শর্তাবলি :

শরীকে কুরবানী সহিহ হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো, সকল শরীকের নিয়ত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ইবাদত হতে হবে (যেমন-কুরবানী, আকীকা বা হজ্বের কুরবানী)।

১. গোশত খাওয়ার নিয়ত : যদি কোনো একজন শরীকের নিয়ত কুরবানী বা ইবাদত না হয়ে শুধু গোশত খাওয়া বা বিক্রি করার উদ্দেশ্য থাকে, তবে অন্য কোনো শরীকের কুরবানীও সহিহ হবে না।

২. হালাল উপার্জন : সকল শরীকের উপার্জিত অর্থ হালাল হতে হবে। যদি কোনো একজনের টাকা হারাম হয় এবং সে ওই হারাম টাকা দিয়ে কুরবানীতে শরীক হয়, তবে সকলের কুরবানী বাতিল হয়ে যাবে। — ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩০৪; বাদায়িউস সানায়ি', ৫/৭১

২. অর্থায়ন : হারাম টাকা, ব্যাংক লোন ও কিস্তিতে (EMI) পশু কেনা

আল্লাহ তাআলা পবিত্র এবং তিনি শুধু পবিত্র ও হালাল বস্তুই গ্রহণ করেন।

হাদীস :

১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করছেন :

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبً

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা পবিত্র, তিনি পবিত্র ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেন না।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১০১৫)

এ সংক্রান্ত মাসআলা :

১. হারাম টাকার কুরবানী : সুদের টাকা, ঘুষ বা সম্পূর্ণ হারাম আয়ের টাকা দিয়ে কুরবানী করলে তা আদায় হবে না। যদি হালাল ও হারাম মিশ্রিত সম্পদ থাকে এবং হালাল সম্পদের পরিমাণ বেশি হয়, তবে তা দিয়ে কুরবানী জায়েজ হবে। তবে সম্পূর্ণ নির্ভেজাল হালাল টাকা দিয়ে কুরবানী করা উত্তম।

২. ব্যাংক লোন বা ঋণ করে কুরবানী : যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব, তার কাছে নগদ টাকা না থাকলে সাধারণ ঋণ করে বা ধার নিয়ে কুরবানী করলেও তা আদায় হয়ে যাবে। তবে সুদী ব্যাংক লোন নিয়ে কুরবানী করা সম্পূর্ণ হারাম ও কবিরা গুনাহ। এর দ্বারা কুরবানীর মূল উদ্দেশ্য (তাকওয়া) নষ্ট হয়ে যায়।

৩. ইএমআই (EMI) বা কিস্তিতে পশু কেনা : যদি পশুর মূল্য ও কিস্তির পরিমাণ আগে থেকেই নির্দিষ্ট থাকে এবং এতে অতিরিক্ত কোনো সুদের মিশ্রণ না থাকে, তবে কিস্তিতে পশু কিনে কুরবানী করা জায়েজ। — রদ্দুল মুহতার, ৬/৩২৬; ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩০৪

৩. প্রতিনিধিত্ব (ওকালত), অনলাইনে ও বিদেশে কুরবানী

কুরবানী একটি আর্থিক ও শারীরিক ইবাদত, তাই নিজের কুরবানী নিজে জবেহ করা মুস্তাহাব বা উত্তম। তবে প্রয়োজনে অন্য কাউকে প্রতিনিধি (ওয়াকিল) বানিয়ে তার মাধ্যমে কুরবানী করানো সম্পূর্ণ জায়েজ।

বিদেশে টাকা পাঠিয়ে বা এনজিওর মাধ্যমে কুরবানী :

প্রবাসীরা নিজ দেশে পরিবারের কাছে টাকা পাঠিয়ে বা কোনো নির্ভরযোগ্য এনজিও/সংস্থার মাধ্যমে কুরবানী করালে তা জায়েজ হবে। এক্ষেত্রে সংস্থার দায়িত্বশীল ব্যক্তি কুরবানীদাতার ওয়াকিল বা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবেন।

শর্ত হলো :

১. সংস্থাটিকে অবশ্যই শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী (পশুর বয়স, ত্রুটিহীনতা ও নিয়ত) কুরবানী সম্পন্ন করতে হবে।

২. পশু জবেহ করার সময় স্থানটির (যেখানে পশু জবেহ হচ্ছে) স্থানীয় সময় অনুযায়ী কুরবানীর সময়সীমার ভেতরে থাকতে হবে। — ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩০২

৪. স্বামী-স্ত্রীর আলাদা কুরবানী এবং বেকার বা ছাত্রের হুকুম

স্বামী-স্ত্রীর কি আলাদা কুরবানী?

হ্যাঁ, স্বামী ও স্ত্রীর সম্পদের শরয়ী হিসাব সম্পূর্ণ আলাদা। যদি স্বামীর নিজস্ব নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে, তবে তার ওপর একটি কুরবানী ওয়াজিব। আর স্ত্রীর কাছে যদি মোহরানার টাকা, নিজস্ব জমানো অর্থ বা স্বর্ণালঙ্কার (সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা কিংবা এর সমমূল্যের অর্থ) থাকে, তবে স্ত্রীর ওপর নিজের পক্ষ থেকে আলাদা কুরবানী ওয়াজিব। স্বামী বা স্ত্রী কেউ কারো পক্ষ থেকে কুরবানী দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়, তবে একে অন্যের অনুমতি সাপেক্ষে দিয়ে দিলে আদায় হয়ে যাবে।

ছাত্র বা বেকার কিন্তু নিসাবের মালিকের হুকুম :

কোনো ব্যক্তি ছাত্র, বেকার বা উপার্জনহীন হলেও যদি তার কাছে উপবৃত্তি, উপহার বা জমানো কোনো ফান্ডের টাকা থাকে এবং তা যিলহজ্ব মাসের ১০ থেকে ১২ তারিখের মধ্যে নিসাবের সমপরিমাণ হয়, তবে তার ওপরও কুরবানী ওয়াজিব। উপার্জন করা কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার শর্ত নয়; বরং নিসাবের মালিক হওয়া শর্ত। — ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/২৯২-২৯৩; রদ্দুল মুহতার, ৬/৩১৫

পরিচ্ছেদ ৪ : পশু জবেহের শরয়ী পদ্ধতি ও পারিশ্রমিকের বিধান

১. জবেহকারীর যোগ্যতা ও বিধান

কুরবানীর পশু জবেহ করার ক্ষেত্রে জবেহকারীকে অবশ্যই মুসলমান বা আহলে কিতাব হতে হবে এবং জবেহের সময় আল্লাহর নাম (বিসমিল্লাহ) পাঠ করতে হবে।

কুরআনুল কারীম :

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

অর্থ : "সুতরাং যে জন্তুর ওপর (জবেহের সময়) আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছে, তা থেকে তোমরা আহার করো; যদি তোমরা তাঁর আয়াতসমূহে বিশ্বাসী হও।" (সূরা আনআম : ১১৮)

এ সংক্রান্ত মাসআলা :

১. মহিলা বা নাবালেগের জবেহ : কোনো মহিলা বা নাবালেগ শিশু (যে জবেহ করার নিয়ম বোঝে এবং বিসমিল্লাহ বলতে পারে), তারা পশু জবেহ করলে তা সম্পূর্ণ হালাল।

২. বেনামাজির জবেহ : বেনামাজি ব্যক্তি যদি ঈমানদার হয় এবং আল্লাহর নাম নিয়ে জবেহ করে, তবে তার জবেহকৃত পশু হালাল। তবে কুরবানীর মতো মহান ইবাদতের ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তিকে দিয়ে জবেহ করানো অনুচিত। — ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/২৮৫; রদ্দুল মুহতার, ৬/২৯৬

২. আধুনিক স্লটারহাউস ও যান্ত্রিক জবেহ

বর্তমান যুগে অটোমেটেড প্রসেসিং বা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে জবেহ করার প্রচলন রয়েছে। মেশিনের মাধ্যমে জবেহ করা হলে দুটি শর্ত সাপেক্ষে তা জায়েজ হবে :

১. যে ব্যক্তি মেশিন চালু করবে, সে মুসলমান হতে হবে এবং মেশিন চালু করার সময় তাকে অবশ্যই 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলতে হবে।

২. মেশিনের ব্লেড পশুর নির্দিষ্ট রগগুলো (খাদ্যনালী, শ্বাসনালী এবং দুই পাশের দুটি রক্তনালী) যথাযথভাবে কর্তন করতে হবে।

উল্লেখ্য : যেহেতু কুরবানী একটি ইবাদত, তাই মেশিনের চেয়ে নিজ হাতে বা সরাসরি মানুষের হাতে জবেহ করা অধিক উত্তম ও সুন্নাতসম্মত। — জাদীদ ফিকহী মাসায়িল, ১/২৪৫

৩. পশু জবেহের সুন্নাত ও আদবসমূহ

কুরবানীর পশু জবেহ করার সময় ইসলাম বেশ কিছু সুন্নাত ও আদব শিখিয়েছে, যাতে পশুর কষ্ট যথাসম্ভব কম হয়।

হাদীস :

১. হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বিষয়ে এহসান (সদয় আচরণ) আবশ্যক করেছেন। সুতরাং তোমরা যখন হত্যা করবে, উত্তম পন্থায় করবে; আর যখন জবেহ করবে, তখন উত্তম পদ্ধতিতে জবেহ করবে। তোমাদের প্রত্যেকেই যেন নিজ ছুরি ধারালো করে নেয় এবং তার পশুকে আরাম দেয়।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৯৫৫)

২. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত :

ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

অর্থ : "নবী কারীম (সা.) দুটি সাদা-কালো রঙের শিংওয়ালা দুম্বা কুরবানী করেছেন। তিনি নিজ হাতে সেগুলোকে জবেহ করেছেন, বিসমিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার পড়েছেন এবং পশুর ঘাড়ের ওপর নিজের পা রেখেছেন।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৫৫৬৫)

জবেহের সুন্নাতসমূহ :

১. জবেহের আগে পশুকে পর্যাপ্ত পানি ও খাবার খাওয়ানো।

২. পশুকে বাম কাতে (বাম পাজরের ওপর) শোয়ানো এবং কিবলামুখী করা।

৩. নিজ হাতে জবেহ করা (যদি নিজে নিয়মমতো জবেহ করতে পারেন)। নিজে না পারলে অন্যের দ্বারা জবেহ করানো জায়েজ, তবে সেখানে উপস্থিত থাকা মুস্তাহাব।

৪. ধারালো ছুরি ব্যবহার করা, যাতে পশুর কম কষ্ট হয়।

— আল-হিদায়া, ৪/৩৫৮; ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/২৮৭

৪. জবেহের দোয়া ও নিয়ত

পশুকে কিবলামুখী করে শোয়ানোর পর এই দোয়াটি পড়া মুস্তাহাব :

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ

অর্থ : "নিশ্চয়ই আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফেরাচ্ছি, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। আমার নামাজ, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ-সবকিছুই সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ তাআলার জন্য। তাঁর কোনো শরিক নেই, আমাকে এরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আমি অনুগতদের (মুসলমানদের) অন্তর্ভুক্ত। হে আল্লাহ! এটি তোমারই পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এবং তোমারই জন্য।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং : ২৭৯৫)

এরপর নিম্নোক্ত বাক্যটি পড়ে ছুরি চালাবেন (এটি পড়া ওয়াজিব) :

بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ

অর্থ : "আল্লাহর নামে, আল্লাহ সবচেয়ে বড়।"

৫. জবেহের পারিশ্রমিক (উজরত)

জবেহকারী বা কসাইকে তার কাজের জন্য ন্যায্য পারিশ্রমিক (টাকা) দেওয়া জায়েজ ও উত্তম। তবে

কুরবানীর পশুর কোনো অংশ (গোশত বা চামড়া) পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া সম্পূর্ণ হারাম।

হাদীস :

১. হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত :

أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا. قَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

অর্থ : "রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে তাঁর কুরবানীর উটগুলোর দেখাশোনা করতে, এর গোশত, চামড়া ও আচ্ছাদন সদকা করে দিতে এবং কসাইকে এর কোনো অংশ (পারিশ্রমিক হিসেবে) না দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন : আমরা আমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে তাকে (পারিশ্রমিক) দেব।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৩১৭)

এ সংক্রান্ত মাসআলা :

১. কসাইকে পারিশ্রমিক হিসেবে পশুর গোশত, মাথা, পায়া বা চামড়া দেওয়া জায়েয নেই।

২. তবে ন্যায্য পারিশ্রমিক (টাকা) পুরোপুরি বুঝিয়ে দেওয়ার পর, যদি উপহার বা হাদিয়া হিসেবে কিছু গোশত দেওয়া হয়, তবে তা জায়েজ আছে।

— ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩০১; রদ্দুল মুহতার, ৬/৩২৮

৬. জবেহের সময় মাকরূহ কাজসমূহ

কুরবানীর পশু জবেহের সময় এমন কোনো কাজ করা মাকরূহ (অপছন্দনীয়), যার ফলে পশুর অহেতুক কষ্ট হয়। যেমন :

১. ধারহীন ছুরি দিয়ে জবেহ করা।

২. পশুকে শুইয়ে রেখে তার সামনে ছুরি ধার করা।

৩. এক পশুর সামনে অন্য পশুকে জবেহ করা।

৪. জবেহ করার সময় ছুরি এত জোরে চাপ দেওয়া যে তা মেরুদণ্ডের হাড় (স্পাইনাল কর্ড) পর্যন্ত পৌঁছে যায় বা মাথা শরীর থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে যায়।

৫. জবেহের পর পশুর প্রাণ সম্পূর্ণ বের হওয়ার আগে বা শরীর ঠান্ডা হওয়ার আগেই চামড়া ছাড়ানো বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটা শুরু করা।

৬. জবেহ করার উদ্দেশ্যে পশুকে পা ধরে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া।

— আল-হিদায়া, ৪/৩৫৮; ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/২৮৭

৭। কসাই কর্তৃক স্পাইনাল কর্ড (মেরুদণ্ড) কেটে ফেলার বিধান : কসাইরা অনেক সময় তাড়াহুড়ো করে জবেহ করার সময় ছুরি দিয়ে সজোরে চাপ দেয়, যার ফলে ঘাড়ের পেছনের হাড় বা স্পাইনাল কর্ড (النخاع) পর্যন্ত কেটে যায় কিংবা মাথা ধড় থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে যায়। এটি পশুকে অহেতুক কষ্ট দেওয়ার কারণে মারাত্মক মাকরূহ। তবে এর ফলে জবেহ বাতিল হয় না, ওই পশুর গোশত খাওয়া সম্পূর্ণ হালাল। কসাইকে আগে থেকেই সতর্ক করে দেওয়া কুরবানীদাতার দায়িত্ব। দলীল :

وَيُكْرَهُ أَنْ يَبْلُغَ بِالسِّكِّينِ النُّخَاعَ... فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أُكِلَتْ

অর্থ : "ছুরি দ্বারা (জবেহের সময়) স্পাইনাল কর্ড পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া মাকরূহ... তবে কেউ যদি এমন করে ফেলে, তবুও তা (পশুর গোশত) খাওয়া যাবে।" — আল-হিদায়া, ৪/৩৫৮; ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/২৮৭

পরিচ্ছেদ ৫ : কুরবানীর গোশত, চামড়া এবং বিশেষ কুরবানীর মাসায়িল

১. গোশতের মাসরাফ ও বণ্টন

কুরবানীর গোশত নিজে খাওয়া, আত্মীয়স্বজনকে খাওয়ানো এবং গরিব-দুঃখীদের মাঝে বণ্টন করা উভয়ই শরীয়তে মুস্তাহাব।

কুরআনুল কারীম :

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

অর্থ : "অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার করো এবং দুঃস্থ-অভাবগ্রস্তকে আহার করাও।" (সূরা হজ্ব : ২৮)

হাদীস :

১. হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন :

كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا

অর্থ : "তোমরা নিজেরা খাও, অন্যদের খাওয়াও এবং সংরক্ষণ করো।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৫৫৬৯)

এ সংক্রান্ত মাসআলা :

১. তিন ভাগ করার হুকুম : মুস্তাহাব হলো কুরবানীর গোশতকে তিন ভাগে ভাগ করা-এক ভাগ নিজের জন্য, এক ভাগ আত্মীয়স্বজনের জন্য এবং এক ভাগ গরিব-মিসকিনদের জন্য। তবে পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি হলে সম্পূর্ণ গোশত নিজেদের খাওয়ার জন্য রেখে দেওয়া জায়েজ।

২. অমুসলিমকে দেওয়া : কুরবানীর গোশত অমুসলিম বা কাফির প্রতিবেশীকে দেওয়া জায়েজ।

৩. বিবাহ বা ওয়ালিমা : কুরবানীর গোশত দিয়ে মেয়ের বিবাহ বা ওয়ালিমা অনুষ্ঠান করা জায়েজ। তবে কুরবানীর মূল উদ্দেশ্য ইবাদত হতে হবে, গোশত দিয়ে অনুষ্ঠান পার করার নিয়ত থাকলে কুরবানী সহিহ হবে না। — ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩০০; রদ্দুল মুহতার, ৬/৩২৭

২. গোশত সংরক্ষণ ও পরিবহন

ইসলামের প্রাথমিক যুগে কুরবানীর গোশত তিন দিনের বেশি জমিয়ে রাখা নিষেধ ছিল। পরবর্তীতে এই নিষেধাজ্ঞা রহিত করা হয়। তাই বর্তমান যুগে ফ্রিজিং করা, ভ্যাকুয়াম প্যাকড করে সংরক্ষণ করা বা প্রবাসে (এক্সপোর্ট করে) পাঠানো সম্পূর্ণ জায়েজ।

হাদীস :

১. হযরত বুরাইদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন :

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا

অর্থ : "আমি তোমাদেরকে তিন দিনের বেশি কুরবানীর গোশত সংরক্ষণ করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা তা খাও এবং সংরক্ষণ করো।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৯৭২)

— রদ্দুল মুহতার, ৬/৩২৮

৩. চামড়ার মাসরাফ ও ব্যবহার

কুরবানীর পশুর চামড়া নিজে ব্যবহার করা, কাউকে হাদিয়া দেওয়া বা সদকা করা জায়েজ। তবে এটি বিক্রি করে তার মূল্য নিজের কাছে রাখা হারাম।

এ সংক্রান্ত মাসআলা :

১. নিজে ব্যবহার করা : চামড়া শুকিয়ে তা দিয়ে জায়নামাজ, মশক (পানির পাত্র) বা অন্য কোনো

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস বানিয়ে নিজে ব্যবহার করা জায়েজ।

২. বিক্রি করলে করণীয় : যদি চামড়া বিক্রি করা হয়, তবে তার সম্পূর্ণ মূল্য কোনো গরিব-মিসকিনকে বিনা শর্তে সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। এই টাকা মসজিদ বা মাদরাসার নির্মাণ কাজে লাগানো জায়েজ নেই; তবে মাদরাসার 'লিল্লাহ বোর্ডিং'-এ গরিব ছাত্রদের জন্য দান করা অত্যন্ত উত্তম ও দ্বিগুণ সওয়াবের কাজ।

৩. পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া : জবেহকারী বা কসাইকে পারিশ্রমিক হিসেবে চামড়া দেওয়া হারাম। — আল-হিদায়া, ৪/৩৫৯; ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩০১

সতর্কতা : চামড়া সংরক্ষণে ব্যবহারিক দিকনির্দেশনা (লবণ লাগানো) : প্রতি বছর ঈদুল আজহায় লাখ লাখ টাকার চামড়া শুধু সঠিক সময়ে লবণ না লাগানোর কারণে পচে নষ্ট হয়ে যায়। কুরবানীর চামড়া কওমি মাদরাসার এতিম ও গরিব তালিবে ইলমদের হকের একটি বড় উৎস। তাই চামড়া ছাড়ানোর পরপরই দ্রুত পর্যাপ্ত পরিমাণ লবণ লাগিয়ে তা মাদরাসায় বা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেওয়া আমাদের প্রত্যেকের দ্বীনি ও সামাজিক দায়িত্ব।

৪. বিশেষ কুরবানী : মৃত ব্যক্তি ও মান্নতের বিধান

কুরবানী শুধু নিজের পক্ষ থেকেই নয়, অন্য কারও পক্ষ থেকে বা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যেও করা যায়।

এ সংক্রান্ত মাসআলা :

১. মৃত ব্যক্তির কুরবানী : যদি কেউ সওয়াব রেসানির উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় কোনো মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করে, তবে সে কুরবানীর গোশত নিজেরা খেতে পারবে এবং অন্যদেরও খাওয়াতে পারবে (সাধারণ কুরবানীর মতো)। কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তি ওসিয়ত (Will) করে যায় এবং তার ওসিয়ত পূরণের জন্য কুরবানী করা হয়, তবে সেই কুরবানীর সম্পূর্ণ গোশত গরিবদের মাঝে সদকা করা ওয়াজিব; ধনীরা তা খেতে পারবে না।

২. মান্নতের (নজর) কুরবানী : কেউ যদি কুরবানী করার মান্নত করে, তবে সেই কুরবানীর গোশত তার নিজের এবং তার কোনো ধনী আত্মীয়ের জন্য খাওয়া সম্পূর্ণ হারাম। এর পুরোটাই গরিব-মিসকিনদের সদকা করে দিতে হবে। — ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/২৯৮; রদ্দুল মুহতার, ৬/৩২৬

৫. কুরবানী ছুটে গেলে বা পশু মারা গেলে করণীয়

যিলহজ্ব মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত কুরবানীর সময়। এর মধ্যে কুরবানী করতে না পারলে বিশেষ কিছু বিধান আরোপিত হয়।

১. সময় চলে গেলে : যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব ছিল, সে যদি নির্ধারিত তিন দিনে কুরবানী করতে না পারে, তবে পরবর্তীতে একটি মাঝারি ছাগল বা ভেড়ার সমমূল্য গরিবদের সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব।

২. পশু কিনে ফেলার পর সময় পার হলে : যদি পশু কিনে থাকে কিন্তু জবেহ করার আগেই কুরবানীর সময় পার হয়ে যায়, তবে ওই জীবিত পশুটিই সদকা করে দিতে হবে।

৩. পশু মারা গেলে : কুরবানীর উদ্দেশ্যে কেনা পশুটি যদি জবেহ করার আগেই মারা যায়, তবে ধনী ব্যক্তির ওপর অন্য একটি পশু কেনা ওয়াজিব। কিন্তু গরিব ব্যক্তি (যে শুধু সওয়াবের আশায় কিনেছিল), তার ওপর অন্য পশু কেনা ওয়াজিব নয়। — ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/২৯৬; আল-হিদায়া, ৪/৩৫৬

চতুর্থ অধ্যায় : আকীকা, তাহনীক ও আনুষঙ্গিক সুন্নাত

১. আকীকার পরিচয় ও শরয়ী হুকুম

'আকীকা' (عقيقة) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ-কাটা, ছিন্ন করা বা নবজাতকের মাথার চুল। শরীয়তের পরিভাষায়, সন্তান জন্মের শুকরিয়া স্বরূপ নবজাতকের কল্যাণের উদ্দেশ্যে পশু জবেহ করাকে আকীকা বলা হয়। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী আকীকা করা মুস্তাহাব (পছন্দনীয়) এবং অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। সামর্থ্য থাকলে সন্তানের আকীকা করা উচিত।

হাদীস :

১. হযরত সালমান ইবনে আমের আদ-দাব্বী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন :

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى

অর্থ : "সন্তানের সাথে আকীকা জড়িত। সুতরাং তোমরা তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত করো (পশু জবেহ করো) এবং তার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু (চুল) দূর করে দাও।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৫৪৭২)

২. আকীকার সময় ও আনুষঙ্গিক আমল

আকীকা করার সর্বোত্তম সময় হলো সন্তান জন্মের সপ্তম দিন। এই দিনেই নবজাতকের সুন্দর নাম রাখা, মাথার চুল কামানো এবং আকীকার পশু জবেহ করা সুন্নাত।

হাদীস :

১. হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন :

كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى

অর্থ : "প্রত্যেক নবজাতক তার আকীকার বিনিময়ে বন্ধক থাকে। সপ্তম দিন তার পক্ষ থেকে পশু জবেহ করা হবে, মাথা মুণ্ডন করা হবে এবং নাম রাখা হবে।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং : ২৮৩৮)

এ সংক্রান্ত মাসআলা :

১. সপ্তম দিনে আকীকা করতে না পারলে ১৪তম বা ২১তম দিনে করা মুস্তাহাব। অর্থাৎ যে বারে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, তার আগের দিন আকীকা করলে সপ্তম দিন মিলে যায়। (যেমন-শুক্রবারে জন্ম নিলে বৃহস্পতিবার আকীকা করবে)।

২. বড়দের নিজস্ব আকীকা এবং গোশত খাওয়ার বিধান : ছোটবেলায় যদি কারও আকীকা করা না হয়ে থাকে, তবে বড় হওয়ার পর নিজের উপার্জন দিয়ে নিজের আকীকা করা সম্পূর্ণ জায়েজ এবং মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ (সা.) নবুয়ত প্রাপ্তির পর নিজের আকীকা নিজে করেছিলেন মর্মে বর্ণনা পাওয়া যায়। নিজের আকীকার গোশত সাধারণ কুরবানীর গোশতের মতোই নিজে খাওয়া এবং ধনী-গরিব সবাইকে খাওয়ানো জায়েজ। — রদ্দুল মুহতার, ৬/৩২৬; ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩৬২

يَأْكُلُ مِنْ عَقِيقَتِهِ وَيُطْعِمُ... كَالْأُضْحِيَّةِ

অর্থাৎ : "সে নিজের আকীকার গোশত খাবে এবং অন্যদেরও খাওয়াবে... ঠিক কুরবানীর মতোই।" — রদ্দুল মুহতার, ৬/৩২৬

৩. পশুর সংখ্যা, গোশতের বিধান ও কুরবানীর সাথে অংশীদারি

আকীকার পশুর শর্তাবলি (বয়স, ত্রুটিমুক্ত হওয়া ইত্যাদি) কুরবানীর পশুর মতোই।

আকীকার পশুর সংখ্যা :

ছেলে সন্তানের জন্য দুটি ছাগল বা ভেড়া এবং মেয়ে সন্তানের জন্য একটি ছাগল বা ভেড়া আকীকা করা সুন্নাত। তবে আর্থিক সামর্থ্য না থাকলে ছেলের জন্যও একটি ছাগল আকীকা করা জায়েজ আছে।

হাদীস :

১. হযরত উম্মে কুরয (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন :

عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

অর্থ : "ছেলের পক্ষ থেকে সমমানের দুটি ছাগল এবং মেয়ের পক্ষ থেকে একটি ছাগল আকীকা করবে।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং : ২৮৩৪)

এ সংক্রান্ত মাসআলা :

১. কুরবানীর পশুর সাথে আকীকা : উট, গরু বা মহিষে যেমন কুরবানীর সাত শরীক হওয়া যায়, তেমনি কুরবানীর পশুর সাথে আকীকার নিয়তে অংশীদার হওয়া জায়েজ। এক্ষেত্রে ছেলের জন্য দুই ভাগ এবং মেয়ের জন্য এক ভাগ নেওয়া সুন্নাত।

২. আকীকার গোশত বণ্টন : আকীকার গোশত কুরবানীর গোশতের মতোই তিন ভাগ করা মুস্তাহাব। এই গোশত পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন এবং ধনী-গরিব সকলেই খেতে পারবে।

৩. গোশত কাঁচা বা রান্না করে উভয়ভাবেই বণ্টন করা জায়েজ। — ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩০৪; রদ্দুল মুহতার, ৬/৩২৬

৪. আনুষঙ্গিক সুন্নাত : চুল কামানো ও সদকা করা

সপ্তম দিনে নবজাতকের মাথার চুল সম্পূর্ণ কামিয়ে ফেলা সুন্নাত। চুল কামানোর পর সেই চুলের ওজনের সমপরিমাণ রুপা বা তার সমমূল্যের টাকা গরিবদের সদকা করে দেওয়া মুস্তাহাব।

হাদীস :

১. হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত হাসান (রা.)-এর আকীকা একটি ছাগল দ্বারা করেছেন এবং ফাতেমা (রা.)-কে বলেছেন :

احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً

অর্থ : "তার মাথা মুণ্ডন করো এবং চুলের ওজনের সমপরিমাণ রুপা সদকা করে দাও।" (জামে তিরমিযী, হাদীস নং : ১৫১৯)

এই সদকা করা মুস্তাহাব। যদি সঠিক পরিমাপ করা সম্ভব না হয়, তবে অনুমানের ভিত্তিতে কিছু টাকা গরিবদের সদকা করে দিলেই সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। মুণ্ডনকৃত মাথায় জাফরান বা কোনো সুগন্ধি লাগিয়ে দেওয়া উত্তম।

৫. তাহনীক করার বিধান

নবজাতক ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রথম যে মিষ্টি জাতীয় বস্তু তার মুখে দেওয়া হয়, তাকে 'তাহনীক' বলা হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। খেজুর চিবিয়ে নরম করে নবজাতকের তালুতে লাগিয়ে দেওয়া সর্বোত্তম। খেজুর না পেলে মধু বা অন্য কোনো মিষ্টি দ্রব্য দিয়েও তাহনীক করা যায়।

হাদীস :

১. হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত :

وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ

অর্থ : "আমার একটি ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমি তাকে নিয়ে নবী কারীম (সা.)-এর নিকট আসলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইব্রাহিম এবং খেজুর চিবিয়ে তার তাহনীক করলেন।"

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৫৪৬৭)

তাহনীক কোনো নেককার, আলেম বা বুজুর্গ ব্যক্তির হাতে করানো উত্তম, যাতে সন্তানের মাঝে বরকত ও দ্বীনদারি স্থানান্তরিত হয়। তবে পিতা-মাতা বা পরিবারের যেকোনো নেককার সদস্যও এটি করতে পারেন।

পরিশিষ্ট : ফতোয়া ও জিজ্ঞাসা (Q&A)

এই পর্বে যিলহজ্ব মাস, কুরবানী ও আকীকা কেন্দ্রিক সাধারণ মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক ও বহুল জিজ্ঞাসিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার প্রশ্নোত্তর সহজ ভাষায় তুলে ধরা হলো :

প্রশ্ন ১ : যিলহজ্ব মাসের চাঁদ দেখার পর কুরবানীদাতার জন্য নখ ও চুল কাটার বিধান কী?

উত্তর : যিলহজ্ব মাসের চাঁদ দেখার পর থেকে নিজের পশু জবেহ করা পর্যন্ত নখ, চুল, গোঁফ ও শরীরের অবাঞ্ছিত পশম না কাটা মুস্তাহাব (উত্তম)। এটি ওয়াজিব বা ফরজ নয়। কেউ কেটে ফেললে কুরবানী বাতিল হবে না, তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুস্তাহাব তরক করার কারণে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে।

হাদীস শরীফ থেকে দলীল:

مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ

অর্থ : "যার কাছে জবেহ করার মতো পশু আছে, সে যেন যিলহজ্ব মাসের চাঁদ দেখার পর থেকে তার কুরবানী করা পর্যন্ত নিজের চুল ও নখ থেকে কিছুই না কাটে।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৯৭৭)

প্রশ্ন ২ : কোনো মহিলার কাছে নগদ টাকা নেই, কিন্তু নিসাব পরিমাণ (সাড়ে সাত ভরি সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা কিংবা সমমূল্যের) স্বর্ণালঙ্কার আছে, তার ওপর কি কুরবানী ওয়াজিব?

উত্তর : হ্যাঁ, ওই মহিলার ওপর নিজের পক্ষ থেকে কুরবানী করা ওয়াজিব। নগদ টাকা না থাকলে অলংকার বিক্রি করে বা স্বামীর কাছ থেকে ঋণ নিয়ে হলেও কুরবানী করতে হবে। তবে স্বামী বা পরিবারের অন্য কেউ যদি স্বেচ্ছায় স্ত্রীর পক্ষ থেকে কুরবানীর টাকা আদায় করে দেয়, তবে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। — ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/২৯৩

প্রশ্ন ৩ : নবী কারীম (সা.)-এর পক্ষ থেকে কুরবানী করা কি জায়েজ?

উত্তর : হ্যাঁ, নবী কারীম (সা.)-এর পক্ষ থেকে কুরবানী করা অত্যন্ত বরকতময় ও উত্তম কাজ। সামর্থ্য থাকলে নিজের ওয়াজিব কুরবানীর পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামে নফল কুরবানী করা বড় সওয়াবের কারণ। — রদ্দুল মুহতার, ৬/৩২৬

প্রশ্ন ৪ : কসাইকে পারিশ্রমিকের বদলে পশুর গোশত, মাথা বা পায়া দেওয়া যাবে কি?

উত্তর : না, পারিশ্রমিক হিসেবে কুরবানীর পশুর কোনো অংশ (গোশত, চামড়া, মাথা, পায়া) দেওয়া সম্পূর্ণ হারাম। তবে তার কাজের ন্যায্য পারিশ্রমিক বা টাকা পুরোপুরি বুঝিয়ে দেওয়ার পর, গরিব হিসেবে বা এমনিই হাদিয়া হিসেবে যদি কিছু গোশত দেওয়া হয়, তবে তা জায়েজ আছে। — ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩০১

প্রশ্ন ৫ : ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কুরবানীর পশু কেনা কি জায়েজ?

উত্তর : নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রেডিট কার্ডের বিল পরিশোধ করলে যেহেতু অতিরিক্ত সুদ দিতে হয় না, তাই ক্রেডিট কার্ড দিয়ে পশু কেনা জায়েজ। তবে যদি বিল দিতে দেরি করার কারণে সুদ যুক্ত হয়, তবে তা সুদী কারবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম ও কবিরা গুনাহ হবে; যদিও এর দ্বারা কেনা পশুর কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। — জাদীদ ফিকহী মাসায়েল, ১/২৪৩

প্রশ্ন ৬ : প্রবাসে অবস্থানরত ব্যক্তির কুরবানী নিজ দেশে হলে সময় কোন দেশের ধর্তব্য হবে?

উত্তর : কুরবানীর ক্ষেত্রে পশু যেখানে জবেহ করা হচ্ছে, সেখানকার সময় ধর্তব্য হবে; কুরবানীদাতার অবস্থানস্থলের সময় ধর্তব্য নয়। সুতরাং প্রবাসে ঈদের দিন না হলেও, নিজ দেশে ঈদের নামাজ সম্পন্ন হওয়ার পর পশু জবেহ করলে কুরবানী সহিহ হয়ে যাবে। — রদ্দুল মুহতার, ৬/৩১৮

প্রশ্ন ৭ : কুরবানীর গোশত কি অমুসলিম প্রতিবেশী বা কর্মচারীকে দেওয়া যাবে?

উত্তর : হ্যাঁ, অমুসলিম প্রতিবেশী, গরিব বা কর্মচারীকে কুরবানীর গোশত দেওয়া সম্পূর্ণ জায়েজ। এতে কুরবানীর সওয়াবে কোনো কমতি হবে না। — ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩০০

প্রশ্ন ৮ : গরুতে কুরবানীর শরীকের সাথে আকীকার অংশীদার হওয়া কি জায়েজ?

উত্তর : হ্যাঁ, সম্পূর্ণ জায়েজ। একটি গরু, মহিষ বা উটে সর্বোচ্চ ৭ ভাগের মধ্যে নিজের কুরবানীর অংশের পাশাপাশি সন্তানের আকীকার জন্য (ছেলের জন্য দুই ভাগ বা এক ভাগ, মেয়ের জন্য এক ভাগ) অংশ নেওয়া যায়। — বাদায়িউস সানায়ি', ৫/৭১

প্রশ্ন ৯ : ৭ম দিনে সন্তানের আকীকা করতে না পারলে পরবর্তীতে করার নিয়ম কী?

উত্তর : ৭ম দিনে আকীকা করতে না পারলে ১৪তম বা ২১তম দিনে করা উত্তম। হিসাবের সহজ নিয়ম হলো—সন্তান যে বারে জন্মগ্রহণ করেছে, তার আগের দিন আকীকা করলে ৭ম দিন মিলে যায়। যেমন : রবিবারে জন্ম নিলে শনিবারে আকীকা করবে। তবে এর পরেও বড় বয়সে যেকোনো সময় আকীকা করলে তা আদায় হয়ে যাবে। — রদ্দুল মুহতার, ৬/৩২৬

প্রশ্ন ১০ : সন্তান জন্মের কিছুদিন পর মারা গেলে, তার কি আকীকা করতে হবে?

উত্তর : আকীকা করা হয় মূলত জীবিত সন্তানের সুস্থতা, দীর্ঘায়ু ও বালা-মুসিবত দূর করার জন্য। সন্তান মারা গেলে তার পক্ষ থেকে আকীকা করা সুন্নাত নয়; তবে কেউ চাইলে সওয়াব রেসানির আশায় সাধারণ সদকা বা কুরবানী করতে পারে। — ফতোয়ায়ে শামী, ৬/৩২৬

প্রয়োজনীয় দোয়া, একনজরে মাসায়িল (ছক) ও গ্রন্থপঞ্জি

১. প্রয়োজনীয় দোয়া ও তাকবীরসমূহ

ক. তাকবীরে তাশরীক (যিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখ ফজর থেকে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত) :

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

অর্থ : "আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, এবং সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্যই।"

খ. পশু জবেহের পূর্বে পশুকে কিবলামুখী করে পড়ার দোয়া (মুস্তাহাব) :

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ

অর্থ : "নিশ্চয়ই আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফেরাচ্ছি, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। আমার নামাজ, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ-সবকিছুই সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ তাআলার জন্য। তাঁর কোনো শরিক নেই, আমাকে এরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আমি অনুগতদের (মুসলমানদের) অন্তর্ভুক্ত। হে আল্লাহ! এটি তোমারই পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এবং তোমারই জন্য।"

গ. জবেহ করার সময় পড়ার দোয়া (ওয়াজিব) :

بِسْمِ اللّٰهِ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ

অর্থ : "আল্লাহর নামে, আল্লাহ সবচেয়ে বড়।"

২. একনজরে মাসায়িল (Summary Tables)

ক্র.	মাসআলা	হুকুম
১	নিসাবের মালিকের ওপর কুরবানী করা	ওয়াজিব
২	ঈদুল আজহার ২ রাকাত নামাজ ও ৬ তাকবীর	ওয়াজিব
৩	নারী-পুরুষ সবার জন্য তাকবীরে তাশরীক পাঠ করা	ওয়াজিব
৪	কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করা	মুস্তাহাব
৫	সপ্তম দিনে সন্তানের আকীকা ও চুল মুণ্ডন করা	মুস্তাহাব / সুন্নাত
৬	ঈদের দিন সকালে কিছু না খেয়ে ঈদগাহে যাওয়া	মুস্তাহাব
৭	জবেহকারীকে পারিশ্রমিক হিসেবে গোশত বা চামড়া দেওয়া	সম্পূর্ণ হারাম
৮	সুদের টাকা বা হারাম উপার্জনে কুরবানী করা	হারাম (কুরবানী বাতিল)
৯	রাতে পর্যাপ্ত আলোর অভাবে কুরবানী করা	মাকরূহ
১০	এক পশুর সামনে অন্য পশুকে জবেহ করা	মাকরূহ
১১	উট, গরু ও মহিষে শরীক হওয়া	সর্বোচ্চ ৭ জন জায়েজ
১২	ছাগল, ভেড়া ও দুম্বায় শরীক হওয়া	জায়েজ নেই (১ জনের জন্য)
১৩	পশুর ন্যূনতম বয়স	উট ৫, গরু/মহিষ ২, ছাগল/ভেড়া ১ বছর

৩. গ্রন্থপঞ্জি

এই রিসালাহটি রচনার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত ও হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য যেসব মৌলিক কিতাবের সহায়তা নেওয়া হয়েছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে দেওয়া হলো :

কুরআন ও তাফসীর :

১. আল-কুরআনুল কারীম।

২. তাফসীরে উসমানী - আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানী (রহ.)।

হাদীসের কিতাবসমূহ (কুতুবে সিত্তাহ ও অন্যান্য) :

১. সহীহ আল-বুখারী - ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী (রহ.)।

২. সহীহ মুসলিম - ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরী (রহ.)।

৩. সুনানে আবু দাউদ - ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আশআস আস-সিজিস্তানী (রহ.)।

৪. জামে তিরমিযী - ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.)।

৫. সুনানে ইবনে মাজাহ - ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ (রহ.)।

৬. মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা - ইমাম আবু বকর ইবনে আবী শাইবা (রহ.)।

৭. মুসনাদে আহমাদ - ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)।

ফিকহ ও ফতোয়ার কিতাবসমূহ (হানাফী মাযহাব) :

১. আল-হিদায়া শারহু বিদায়াতিল মুবতাদী - ইমাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী আল-মারগিনানী (রহ.)।

২. রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার (ফতোয়ায়ে শামী) - আল্লামা মুহাম্মাদ আমীন ইবনে আবিদীন আশ-শামী (রহ.)।

৩. আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়াহ (ফতোয়ায়ে আলমগিরি) - শাইখ নিযামুদ্দীন বুরহানপুরী ও অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম।

৪. বাদায়িউস সানায়ি' ফি তারতীবীশ শারায়ি' - ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাসানী (রহ.)।

৫. আল-বাহরুর রায়েক শারহু কানযিদ দাকায়েক - ইমাম যাইনুদ্দীন ইবনে নুজাইম আল-মিসরী (রহ.)।

৬. জাদীদ ফিকহী মাসায়িল - মাওলানা তাকী উসমানী ও অন্যান্য সমসাময়িক ফকিহগণ।

দোয়া ও সমাপন

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

আল্লাহ তাআলার অসীম দয়া, মেহেরবানী ও তাওফীকে 'মারকাযুদ দুরুস আল ইসলামিয়া'-র ইফতা বিভাগের তালিবে ইলমদের অক্লান্ত মেহনত এবং আসাতিযায়ে কিরামের নিরলস তত্ত্বাবধান ও পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষণের মাধ্যমে যিলহজ্ব মাসের ফযীলত, তাকবীরে তাশরীক, কুরবানী ও আকীকার সমসাময়িক এবং ব্যবহারিক মাসায়েল সম্বলিত এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু অনবদ্য রিসালাহটি চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হলো।

আমরা মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে কায়মনোবাক্যে দুআ করি, তিনি যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র ইলমী মেহনত ও খিদমতটুকুকে কবুল ও মঞ্জুর করে নেন। এটিকে আমাদের সকলের- বিশেষ করে এর সম্মানিত পরিকল্পনাকারী, ব্যবস্থাপক, সংকলক, নিরীক্ষক এবং মেহনতকারী প্রিয় তালিবে ইলম ভাইদের পরকালীন নাজাতের উসীলা ও 'সাদকায়ে জারিয়া' হিসেবে কবুল করেন।

এই কিতাবটি পড়ে উম্মাতে মুহাম্মাদীর প্রতিটি সদস্য যেন যিলহজ্ব মাসের মোবারক দিনগুলোর ফযীলত অনুধাবন করতে পারেন এবং কুরবানী ও আকীকার মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতগুলো শরীয়তের সঠিক পথ ও সুন্নাহসম্মত পদ্ধতিতে আদায় করতে পারেন, আল্লাহ তাআলা সেই তাওফীক দান করুন। এর মাধ্যমে মানুষের সমস্ত সংশয় ও ভুল ধারণার অবসান ঘটুক এবং ঘরে ঘরে দ্বীনের সঠিক আমল জিন্দা হোক।

কিতাবটির মুদ্রণ, প্রকাশনা কিংবা মাসায়েল বিন্যাসে কোনো ভুলত্রুটি যদি সম্মানিত পাঠকদের দৃষ্টিগোচর হয়, তবে তা মারকায কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ রইল, যাতে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা যায়।

আল্লাহ তাআলা আমাদের ইলমে নাফে' (উপকারী জ্ঞান) এবং আমলে সালেহ (নেক আমল) করার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন!

বিনীত,

মুফতী সাঈদ আল হাসান
নায়িব ও নাযিম, মারকাযুদ দুরুস আল ইসলামিয়া,
৭৮/৫/এ, মিয়াজান লেন, মানিকনগর, ঢাকা, বাংলাদেশ।
২৫/০৫/২০২৬ ইং, ফজর।
ওয়াট্সআপ : 01301-401036
মারকাযের ওয়েবসাইট Durusbd.com | Durus.us

